পরদেশী।

(গীতিনাট্য)

(মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত)

প্রথম অভিনয়-রজনী।

১১ই পৌষ,—১৩২৫ সাল।

——:*:——

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত।

——*——

কলিকাতা
২০শে পৌষ, ১৩২৫ সাল।

মূল্য ॥০ আট আনা।

PUBLISHED BY
NAGENDRA NATH MUKERJI,
35A, Mondal Street, Bye Lane, Calcutta.

Printed by
ASHUTOSH BANERJI
Metcalfe Press—*79, Balaram De Street, Calcutta.*

উৎসর্গ।

তুষভাণ্ডারাধিপতি, প্রজাপালক সাহিত্যানুরাগী

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী

প্রতিপালকেষু—

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা।

—:০:—

মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু, নৃত্যশিক্ষক ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়গণের একান্ত যত্নেই আজ "পরদেশী" মনোমোহনে "ঘরবাসী" এবং তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্যই এই ভূমিকা।

বাণীর যে একনিষ্ঠ সাধক, ৺ পান্নালাল সরকার, আমার এই ক্ষুদ্র নাটকের সঙ্গীতগুলিতে মনোমুগ্ধকর সুরলয় সংযোগ করিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নিয়তি-নিয়মে আজ স্বর্গগত, তাঁর পবিত্র আত্মার উদ্দেশে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। অলমতিবিস্তরেণ।

গ্রন্থকার।

চরিত্র।

পুরুষ

সোলেমান	...	...	তুরস্ক সম্রাট।
নোয়াজেস (পরদেশী)		...	পারশ্য-সম্রাট-পুত্র
ফয়নাশা	...	...	ঐ অনুচর।
মোবারিক	...	...	ওমরাহ-পুত্র।
গফুর	...	...	ঐ অনুচর।

মাঝি, উদ্যানরক্ষক, ঘাতক, হকিম, হরবোলা, অন্যান্য সঙ,
রোগিগণ, প্রহরিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

সেরিণা	...	...	তুরস্ক সম্রাটের জ্যেষ্ঠা কন্যা
জেরিণা	...	...	ঐ কনিষ্ঠা কন্যা।
সানিয়া	...	...	সেরিণার বাঁদী।
সাখিয়া	...	...	জেরিণার বাঁদী।

বাঁদীগণ, রঙ্গিণীগণ ইত্যাদি।



পরদেশী।



প্রথম অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

নদী-তীরস্থ প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান।

জেরিণার গীত।

কুসুম সুন্দরী সখি, কারে তুমি বাস ভাল।
কাহারে খুঁজিছ তুমি, কে গো হৃদয় আলো।
চেয়ে চেয়ে চেয়ে; পলক পড়েনা,
কার ছবিখানি দেখিছ বলনা,
আমিও ললনা, ক'রনা ছলনা,
মোর কাছে প্রাণ খোল॥

জেরিণা। আজ কি যেন একটা অজানা আনন্দে হৃদয় উথলে উঠ্‌ছে। আজ বসন্ত উৎসব ব'লে কি এমন হ'চ্চে? না, বসন্ত উৎসব ত প্রতিবৎসরই হয়, কখন ত এমন হয় না। তবে এবার ঘটাটা একটু বেশী,

তা তে কি এসে যায় ? কাণে কাণে কে যেন ব'ল্‌ছে আজ তুই তোর কোন প্রিয়জনকে দেখ্‌তে পাবি। আমার ত সকল প্রিয়জনই এখানে বর্ত্তমান। আবার নূতন কাকে দেখ্‌ব ? দূর হো'ক গে ছাই, একবার মেলার দিকটায় যাই। সেখানটা কেমন সাজিয়েছে দেখিগে। [প্রস্থান।

(সাখিয়ার প্রবেশ।)

সাখিয়া। বৎসরের মধ্যে একটা দিন বসন্ত উৎসব, রাজ্যময় আনন্দের ছড়াছড়ি ; কত রং বেরংয়ের তামাসা ভেল্কী ভোজবাজী কত কি হ'চ্ছে, সবাই আহ্লাদ আমোদ ক'চ্ছে।

(সানিয়ার প্রবেশ।)

সানি। কি রে সাখি, তুই একা এখানে ?

সাখি। এই তোর আসার অপেক্ষা ক'চ্ছি ; কত রং বেরংয়ের রগড় গড়িয়ে যাচ্ছে, আমি একা ব'লে ভোগ ক'রে সুখ পাচ্ছিনে ; এখন তুই এলি অনেকটা ভরসা হ'ল। তা তুই একা যে ? সাজাদী কোথায় ?

সানি। তুই একা যে ? সাজাদী কোথায় ?

সাখি। সাজাদী এতক্ষণ মেলায় গিয়ে বাঁদর নাচ দেখছেন।

সানি। আর আমার সাজাদী কুম্‌ড়ো গড়াগড়ি দেখ্‌ছেন।

সাখি। কুম্‌ড়ো গড়াগড়ি কি ?

সানি। দুটো বিট্‌কেল জোয়ান প্রথমটা খুব তাল ঠুকে আস্ফালন ক'ল্লে, তার পর কুমড়োর মত গড়া'চ্চে।

সাখি। ও কুস্তি বুঝি,—হ্যাঁরে এবারে নাকি নূতন রকমের সঙ হ'য়েছে ?

সানি। হ'য়েছে বৈকি এবারে আর মুখোস্‌ পরা নয়।

সাখি। তবে ?

সানি। এলেই দেখ্‌বি, আমি আগে থেকে ভাঙ্গ্‌চিনি। এখন দেখ ঐ হরবোলা আসছে।

(হরবোলার প্রবেশ ও গীত)

আমি সাগর-পারের হরবোলা।
যদি শুনতে চাও কেউ পয়সা ছাড়
আমি কর্ব্বো নাকো ছেলে-খেলা।
কুহু কুহু ডেকে আমি কাল কোকিলটে,
"বউ কথা কও" ডাক্তে পারি সে বড় মিঠে,
বক্‌বকুম্ কুম্ পায়রা ডাকি, কিচির মিচির চড়াই পাখী,
"কোঁকোর কোঁকে" জলে ভরাই বাবুদের নোলা।
যদি শুনতে চাও গো কেউ—
আমি কুত্তা হয়ে কর্ত্তে পারি, "কেঁউ কেঁউ ঘেউ ঘেউ—"
আবার দু বেড়ালের লড়াইয়েতে কাণ করি ঝালা পালা।
কখনও হই ঝিঙ্গি, ডাকি বাঘা সিঙ্গি,
আবার শেয়াল হ'য়ে "হুয়া হুয়া" ডাকি সন্ধ্যাবেলা।

[প্রস্থান।

(সেরিণা ও জেরিণার প্রবেশ।)

সাখি। এবারের বসন্ত উৎসব দেখ্‌চি খুব জমকালো হ'য়েছে, জ্ঞান হ'য়ে অবধি এমন ধারা দেখিনি।

জেরিণা। হ্যাঁরে সাখি, সঙের দল চ'লে গেছে ?

সাখি। এখনও এদিকে আসেনি—আজ সাজাদী, গফুরের কাণ্ড দেখে আর হেসে বাঁচিনি !

জেরিণা। কেন সে কি ক'রেছে ?

সাখি। সে এক কিস্তুত কিমাকার চেহারা ক'রে এসে নাচ্ছিল ; সানি তাই না দেখে একেবারে আগুন, "দূরদূর" করে তাড়িয়ে দিলে—। আমরাত হেসেই অস্থির।

সেরিণা। সানিয়া গফুর অতিসৎ।

সানি। কেন মোবারিকও ত অতিমহৎ, তবে তুমি তাকে অমন কর কেন ?

সেরিণা। মোবারিক প্রণয়ী হওয়া সম্ভব হ'লেও সে ভাষা-জ্ঞানহীন—

মূর্খ—সম্রাট্-নন্দিনীর একেবারে অনুপযুক্ত। কিন্তু তুই কি দোষে গফুরকে ভালবাসিস্‌নি সানি ?

সানি। ঠিক ঐ দোষে ; বান্দা হয়ে শুরুদ্ধ কথা কইতে জানে না।

সেরিণা। তুই নিজে যেমন মূর্খিণী, সেও তদ্রূপ।

জেরিণা। সেরিণা, আমি মধ্যস্থ হয়ে দুজনকেই বলি, তোমাদের বড় অন্যায়। এত ভালবাসার প্রতিদান কি একটুও নেই ? বিশেষ সেরিণার যেন সব বাড়াবাড়ি। ব্যাকরণের জমিতে যে প্রেমের অঙ্কুর গজায়, তা এই তোমাতেই দেখছি।

সেরিণা। কি কুরুচিপূর্ণ বাক্য বিন্যাস! জেরিণা বিস্মৃত হ'য়ো না তুমি সম্রাট-নন্দিনী।

জেরি। প্রতিবৎসর উৎসব হয় বটে, কিন্তু আজ যেমন আনন্দ হ'চ্ছে, বোধ হয় জীবনে কখনও এত আনন্দ উপভোগ কর্ত্তে পারিনি, কিন্তু তোমার এই ব্যাকরণেই সব খোলা হ'য়ে যাচ্ছে। ও কি নদীতে কি একটা ভেসে আ'স্‌ছে নয় ?

(জেরিণা ও সাখিয়ার অগ্রসর হওন)

সাখি। ওটা যে মানুষ।

সেরিণা। (অগ্রসর হইয়া) জীবিত না মৃত !

সাখি। ঐ যে ন'ড়্‌ছে !

জেরি। ঢেউয়ে ভেসে এই দিকে অ'াস্‌ছে।

সেরি। উত্তোলনের কি কোন পন্থা নেই ?

জেরি। দেখ্‌ছি, আয় সাখি।

সাখি। তাইতো কি করা যায়! সাজাদী কে এঁকে তু'ল্‌বে ;

জেরিণা। আমাদের কি কোন যোগ্যতা নেই ?

সেরিণা। এই মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে উদ্ধার ক'র্ত্তে কি কেউ সাহায্য ক'র্ব্বে না ?

(মোবারিকের প্রবেশ)

মোবা। ক'র্ব্বে না কেন সেরিণা, তোমার জন্য যাতে প্রাণ দেবার প্রয়োজন, সে কাজ ক'র্ত্তে মোবারিকই সর্ব্ব প্রথম ছুটে আ'স্‌বে।

(জলে ঝম্প প্রদান ও নোয়াজেস্‌কে উত্তোলন)

সেরিণা। (স্বগত) কি রূপবান্!

জেরিণা। (স্বগত) কি সুন্দর!

মোবা। মরেনি—

সেরিণা। (নোয়াজেসের সংজ্ঞাশূন্য দেহ পরীক্ষাকালে পারস্য সম্রাটের মোহরাঙ্কিত মণি-মুক্তা-খচিত সুবর্ণপদক পাইয়া তাহা অন্যের অলক্ষ্যে স্বকীয় বস্ত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িত করণান্তর) (স্বগত) পদকে দে'খ্‌ছি পারস্য-সম্রাট-পুত্রের নাম! তবে কি এই ব্যক্তি পারশ্য-সম্রাটপুত্র। নিশ্চয়ই তাই। নচেৎ এত সৌন্দর্য্য অন্যে কখনও সম্ভবে না। উপস্থিত এ পদকের বিষয় গোপন রাখ্‌তে হবে। কারণ—না, থা'ক্, প্রথম হ'তে অন্যায় সন্দেহ মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়।

জেরিণা। নিয়ে চল আর দেরী ক'রো না।

[নোয়াজেস্‌কে লইয়া মোবারিক জেরিণাও সেরিণার প্রস্থান]

সাখি। সানি অবাক্ হ'য়ে কি দেখ্‌ছিস ?

সানি। বুঝি বাধ্‌লো—

সাখি। কি বাধ্‌লো ?

সানি। কিছু একটা ঐ সঙ্‌ আ'স্‌ছে সাজাদীদের নসীবে, আর দেখা হ'টলো না।

সাখি। হা হা হা সত্তিই যে এবারে নূতন।

[গান করিতে করিতে পুরুষ বেশে সজ্জিত বাঁদীগণ এবং নারীবেশে সজ্জিত বান্দাগণের প্রবেশ]

বাঁদী। আমরা পুরুষ সেজেছি।

বান্দা। আমরা নারী বনেছি।

উভয়ে। মিঞা বিবি সাধের জুটি হাওয়া খেতে চলেছি।
বান্দা। এম্নি মোরা দুলিয়ে বেণী হানবো নয়ন বাণ,
বাঁদী। এম্নি ধারা বাঁকা টেরী, দু আঙ্গুলে ঘুরবে ছড়ি,
চল্‌বো এম্নি হেলে দুলে গায়েদে আচ্‌কান।
উভয়ে। মিঞা বিবির আদব কায়দা, কায়দা করে শিখেছি॥
বান্দা। মন মাতান মৃদু হাসি, পুরুষের গলাত ফাঁসি,
বাঁদী। কানাচ হতে শিষ দিয়ে দিয়ে মন মজাতে শিখেছি॥
বান্দা। আমীর ওমরাও নবাব বাদশা, করবো সাদী দেখে খাসা,
বাঁদী। আমরাও নইকো চাষা বেগম খুঁজতে চলেছি।
বান্দা। মোরা কর্ব্ব এম্নি মান, তার উড়ে যাবে প্রাণ, কর্ব্বে সে আন্‌চান
বাঁদী। কথায় কথায় মেজাজ গরম, রাখবো সদা নয়কো নরম,
পান থেকে চূন খস্‌লে বিবির হুম্‌কি দিতে শিখেছি।
উভয়ে। মিঞা বিবির প্রেমের লড়াই আখড়া দিয়ে সেধেছি।

সানি। তোরা যে একেবারে পুরুষ হ'য়েছিস।

সাখি। আর মিন্সে গুলো মাগী! ফি বছর মুখোস্‌, এবার একটু নূতন! তোরা এখন যেন আর এক দেশের মানুষ হয়েছিস?

বাঁদী। সত্তি, আমরা যেন তাই হয়ে গেছি।

সানি। দেখ সাখি, আবার একটা কি ভেসে আ'স্‌ছে।

সাখি। মানুষ! আজ দেখছি ভাসার পালা। ঐ যে ন'ড়চে, আয় ওড়না ফেলেদি, যদি ধ'র্‌তে পারে সবাই মিলে টেনে তুল্‌বো—

(তদ্রূপ করণানন্তর ফয়নাশাকে উত্তোলন)

সানি। (স্বগত) কি রূপ!

সাখি। (স্বগত) এমন রূপত কখনও দেখিনি!

ফয়। কে বাবা তোমরা?

সানি। দেখ্‌চোনা এই গোঁফ!

ফয়। ও বাবা মেয়ে মানুষের গোঁফ!

সাখি। বুঝলে? অর্থাৎ মামদো! দেখে বুঝ্‌চোনা' মেয়ে মানুষের কি এমন গোঁফ গজায়?

সানি। পুরুষের কি এমন ননীর দেহ হয়?

ফয়। না।

১ম বাঁদী। পুরুষ কি এত ছোট হয়?

ফয়। খুব কম; গোঁফ! ওবাবা তাইতো!

সানি। আবার এ গোঁফের বিশেষত্ব এইটুকু এ বারোমাস থাকে না।

ফয়। বল কি?

সানি। তবে আর মানুষের সঙ্গে প্রভেদ কি? বসন্তকালে শুদ্ধ একটি দিনের জন্য এই নূতনত্ব দেখা দেয়।

ফয়। বটে! (স্বগত) মাম্‌দো ত কখন দেখিনি—হয় তো—তবে কি এটা মাম্‌দোর দেশ!

সানি। কি বুঝচো?

ফয়। ওরে বাবারে—(বেগে প্রস্থান)

সানি। কি বেকুব! হা—হা—হা—আয় দেখি কোথায় যায়।

(সকলের প্রস্থান)

তীয় দৃশ্য।

নোয়াজেস্।

নোয়াজেস। তাইত! কোথায় যা'চ্ছিলুম আর কোথায় এলুম! পিতার মনোমত কন্যাকে সাদী কর্ত্তে চাইনি, পিতা অসন্তুষ্ট হয়ে, একটা রূঢ় কথা ব'লেছিলেন ব'লে, অভিমানে গৃহত্যাগ কর্ল্লম; উত্তাল তরঙ্গময়ী বারিধি অতিক্রম ক'রে এসে, শেষে একটা ক্ষুদ্র নদী পার হ'তে নৌকা জলমগ্ন হ'ল খোদার মেহেরবাণীতে প্রাণ পেলুম বটে, কিন্তু মনের মধ্যে কেমন একটা কি হয়ে গেল! ফয়নাশা যে বেঁচেছে, এও একটা সুখের বিষয়।

(সেরিণার প্রবেশ)

সেরিণা। এখন বেশ সুস্থতা অনুভব ক'চ্ছেন ?

নোয়া। কৃতজ্ঞতা কেমন ক'রে জানা'বো—আপনাদের মেহেরবাণীতে এ প্রাণ ফিরে পেয়েছি।

সেরিণা। (স্বগত) ভাষা সম্পূর্ণ না হলেও অধিকাংশ মার্জ্জিত। (প্রকাশ্যে) আপনার পরিচয় দানে আমায় অনুগৃহীত ক'র্‌বেন কি ?

নোয়া। দেবার মত পরিচয় কিছুই নেই ; তবে এইমাত্র ব'ল্‌তে পারি, আমি একজন পরদেশী মোসাফের।

সেরিণা। (স্বগত) এ অশ্লীলতা ক্ষমার্হ (প্রকাশ্যে) আমার পরিচয় জানিবার অভিলাষ আছে কি ? আমি তুরস্কাধিপতি সাহানসা সম্রাট্ সোলেমানের কন্যা—নাম সাহাজাদী সেরিণা। দেখুন, মার্জ্জিত ভাষা প্রয়োগ আমার অভ্যাস।

নোয়া। (স্বগত) প্রাণের একটা কোণে বেশ একটু অহঙ্কারের কালীর দাগ ! (প্রকাশ্যে) বড়ই বাধিত হলুম্ সাহাজাদী।

সেরিণা। (স্বগত) নির্ভুল না হ'লেও ব্যাকরণ শুদ্ধ ! ভাষার দোষটুকু সৌন্দর্য্যের আবরণে আবৃত। মোবারিক সম্পূর্ণ নির্গুণ। সাহাজাদীর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা কখনও নিম্নগা হওয়া সম্ভব নয়। (প্রকাশ্যে) আপনার সৌজন্য প্রশংসনীয়। আপনার সংসর্গও মনোরম।

নোয়া। কিন্তু ব্যাকরণ সঙ্গত নয়—আপনি সম্রাট-নন্দিনী, আর আমি একজন অজ্ঞাতকুলশীল মোসাফের।

সেরিণা। (স্বগত) মধুর ব্যঙ্গোক্তির সহিত নম্রতার কি মধুর সংমিশ্রণ ! পরদেশীর অন্তরে বাহিরে সৌন্দর্য্য ! (প্রকাশ্যে) আমি সানন্দে স্বীকার ক'র্‌ছি, সুজনের সহিত সুজনের এরূপ ব্যবহারই ন্যায্য।

(সানিয়ার প্রবেশ)

সানি। হা—হা—হা—

সেরিণা। কি হয়েছে সানি ?

সানি। হি—হি—হি—।

সেরিণা। এমন অসময়ে হাস্যরসের অপব্যবহার ক'রে অশ্লীলতার প্রশ্রয় দিস্না—কি হ'য়েছে বল্।

সানি। হু—হু—হু—

সেরিণা। পুনরায় ? সাহাজাদীর আদেশ—নিবৃত্ত হ—

সানি। হুঃ হুঃ হুঃ—

সেরিণা। অসহ্য ! সানি দণ্ডের ভয় রাখিস্নি ? হাস্য সংবরণ কর, নইলে—

সানি। ক'চ্ছি সাজাদী, ক'চ্ছি, সেই লোকটা হা—হা—হা—

সেরিণা। আমার সঙ্গে থেকেও তোর ভাষা মার্জ্জিত হ'ল না—কি পরিতাপ !

সানি। আপ্শোয ক'রনা সাজাদী,—এত কালের অভ্যাস কি ছাড়া যায় ?—তবে চেষ্টা ক'র্ব্বো। এখন সেই লোকটার কথা—হা—হা—হা—

সেরিণা। হাস্য সংবরণ কর্ সানি।

সানি। সবুরতে যে পাচ্ছিনে সাজাদী ; হাসিটে যে প্রাণের ভেতর চিড়িক্ মেরে উঠ্চে, বাবা লোকটা কি ভীতু !

সেরিণা। কেন ?

সানি। আর কেন, ভয়ে লোকটা বাগানের কুয়োটার দিকের ঝোপটার ভেতর গিয়ে লুকিয়ে ব'সে আছে। হা—হা—হা—

নোয়া। কোন্ লোকটা !

সানি। আপনার সেই গোলামটি আবার কে। হা—হা—হা—

নোয়া। ভয় কিসের ?

সানি। মাম্দো মাম্দীর।

নোয়া। ওর একটা ভুল সংস্কার হ'য়েছে, তার উপর ভীত প্রকৃতির আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আমি দেখ্‌ছি,

সেরিণা। অগ্রসর হোন, আমিও আপনার অনুগমন কচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান।

(জেরিণা ও সাখিয়ার প্রবেশ)

জেরিণা। পরদেশী গেলেন কোথায় সাখি ?

সাখি। সাজাদী যে এরই মধ্যে অস্থির ?

সাখিয়ার গীত।

বুরা হ্যায় লাগানা দিল কিসিসে নতিজা পস্তানা।
বেগর উস্‌কো সমঝে আপনে কো আপ্‌ সতানা॥
উল্‌ফতে তড়প্‌তে হুয়ে আঁখোমে দরিয়া,
কিসমৎকী খুবই এ্যায়াঁস ফুকারি পিয়া পিয়া,
আগি কলিজামে কায়সা জমানা—
মুল্কুরে দুনিয়া হ্যায়, মুস্কিল দিল বহলানা॥

জেরিণা। সাখি, তুই আমায় ঠাট্টা ক'চ্ছিস্‌ ?

সাখি। তোবা তোবা আমি একটা এক পয়সার বাঁদী—আমি তোমায় ঠাট্টা ক'র্ব্বো!

জেরিণা। তবে ঠেস্‌ দিয়ে অমন গান গাইলি কেন ?

সাখি। ওমা ঠেস্‌ দিলুম কখন গো! এমন দিব্বি ফাঁকে দাঁড়িয়ে—

জেরিণা। তুই বড় জ্বালাতন ক'চ্ছিস্‌। [প্রস্থান।

সাখি। সাজাদী প্রাণের কথা না ভাঙ্গলেও তিনি যে পরদেশীর প্রেমে প'ড়েছেন, এটা খুব ঠিক্‌, কিন্তু আমার আবার হঠাৎ একি হ'লো! মনিবটির মত ওঁর গোলামটিও কি যাদু জানে! এই যে গফুর আ'স্‌ছে, ছোঁড়া সানিকে ভালবাসে, ছোঁড়া বড় বোকা, একটু নাচাই। (গফুরের প্রবেশ) গফুর তুই এখানে যে ?

গফুর। এঁ্যা—এঁ্যা—এই এসেছি—এসেছি—বিবি সাহেব কোথায় ?

সাখি। কোন্‌ বিবিসাহেব ?

গফুর। ঐ যে—সা—সা—সানিয়া বিবি।

সাখি। ও মা, তাও জানিস্‌নে বুঝি, তার যে শক্ত ব্যামো, রাতা-রাতি বাড়াবাড়ি।

গফুর। এঁ্যা, বল কি? ব্যামো!

সাখি। ব্যামো ব'লে ব্যামো, মাথার ব্যামো, হকিমে এলে দিয়েছে।

গফুর। এঁ্যা, বল কি!—তাহ'লে উপায়?

সাখি। শুধু একটা উপায় আছে, একজন গুণী লোক ব'লেছে সানির যদি কেউ ভালবাসার লোক থাকে, আর সে যদি একডুবে একটা পানকৌড়ী ধ'রে এনে তার রক্ত সানির মাথায় দিতে পারে, তাহ'লে সানি ভাল হ'বে।

গফুর। ভাল হ'বে?

সাখি। গুণীর কথা কি মিথ্যে হয়?

গফুর। আচ্ছা, তবে দেখি। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

উদ্যানের এক প্রান্তস্থ কূপ-সন্নিহিত লতাকুঞ্জ।

কুঞ্জ-অভ্যন্তরে ফয়নাশা।

ফয়নাশা। আচ্ছা বিপদে প'ড়্‌লুম বাবা—এ মাম্‌দো মাম্‌দীর হাত থেকে বাঁচ্‌বো কেমন ক'রে। খোদা! নসীবে শেষে এই লিখেছিলে? ও বাবা এই যে একটা মাম্‌দো রে!

(উদ্যান রক্ষকের প্রবেশ)

উদ্যানরক্ষক। কে তুমি?

ফয়। এমন ঝোঁপের ভেতর ঘাপ্‌টী মেরে আছি তবু নিস্তার নেই বাবা।

উ-রক্ষ। কে তুমি ?

ফয়। আমি একটা কাছিম বাবা, নদীর জল থেকে উঠে এখানে প'ড়ে একটু হাওয়া খাচ্ছি।

উ-রক্ষ। অমন মানুষের মত চেহারা কখনও কাছিম হয় ?

ফয়। হয় বাবা, হয় ; কাড়ে প'ড়্লে শুধু কাছিম কেন ? কত রকম হয়।

উ-রক্ষ। কাছিমে কি কথা কয় ?

ফয়। রাজকর দেবার ভয়ে কথা কয়না ; তবে বিপদে প'ড়্লে ক'য়ে ফেলে।

উ-রক্ষ। কাছিমের কি অমন লম্বা গোঁফ হয় ?

ফয়। তা বুঝি জাননা ? রম্‌জানের অন্ধকার রাত্রিতে যে কাছিম জন্মায়, তার গোঁফ বেরোয়।

উ-রক্ষ। বেরোয় বুঝি ?

ফয়। দেখে বুঝ্‌ছো না ?

উ-রক্ষ। তুমি কাঁপ্‌চো কেন ?

ফয়। জলের জানোয়ার কি না ! দূষিত হাওয়া গায়ে লেগে গেছে।

উ-রক্ষ। তা'হলে তুমি ঠিক ব'ল্‌চো—তুমি কাছিম ?

ফয়। স্থলের জানোয়ারের মত জলের জানোয়ার মিথ্যে কথা বলে না।

উ-রক্ষ। তা হ'লে, কাছিম ভাই, আমি চ'ল্লুম—

ফয়। যাবে বৈ কি, যাও যাও ; আর দেরী ক'রনা।

উ-রক্ষ। হ্যাঁ, এখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে চল্লুম, জাননা ত মনিবের কি কড়া হুকুম, এ বাগানে কোন গুঁপো মানুষের আস্‌বার যোটি নেই, এলে তার গর্দ্দানা, আর আমার গর্দ্দানা অমনি কুচ্‌ ক'রে কেটে নেবে।

ফয়। বুঝেছি বুঝেছি বড় শক্ত হুকুম—এখন স'রে পড়।

উ-রক্ষ। হ্যাঁ, চল্লুম চল্লুম (গমনোদ্যত)

(নোয়াজেস, সেরিণা ও সানিয়ার প্রবেশ)

নোয়া। কৈ কোথায় ?

সানি। ঐ যে, ঐ ঝোঁপটায়।

নোয়া। (উদ্যান রক্ষকের প্রতি) ওখানে একটা লোককে দেখ্‌লি ?

উ-রক্ষ। না হুজুর—

নোয়া। কেউ নেই ?

উ-রক্ষ। আছে একটা কাছিম।

নোয়া। কাছিম ?

উ-রক্ষ। সে তাই ব'ল্‌লে।

নোয়া। কাছিমে কথা কইলে ?

উ-রক্ষ। আমার পেড়াপীড়িতেই কইলে—নইলে রাজকর দেবার ভয়ে কয় না।

নোয়া। তুই কি ব'ল্‌ছিস্‌ ?

উ-রক্ষ। বান্দা মিথ্যা বলেনি।

সেরিণা। কচ্ছপ ?

উ-রক্ষ। সে কচ্ছপ কি না, তা জানি না ; তবে সে যে কাছিম, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সানি। দেখাতে পারিস্‌ !

উ-রক্ষ। ঐ যে (অগ্রসর হইয়া) কাছিম ভায়া—ও কাছিম ভায়া—

ফয়। (স্বগত) এই সেরেছে—

নোয়া। ফয়নাশা—

ফয়। ও বাবা, এযে নাম ধ'রে ডাকে রে ! খোদা !

নোয়া। ফয়নাশা বেরিয়ে আয়—

ফয়। ও বাবা রে ! এইবার গেলুম, আমায় যে বেরুতে বলে রে।

যখন মানুষ ব'লে চিনেছে, না বেরুলে টেনে বার ক'র্ব্বে, বেরুই যা নসীবে আছে, হোক। (বাহিরে আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে) দোহাই বাবা মামদো চাচা, আমার নাম ফয়নাশা নয়, আমি কাছিম বাবা—

নোয়া। (ফয়নাশার হস্ত ধরিয়া) ফয়নাশা—

ফয়। গেছি—গেছি গেছি কাছিম ধ'রে কি হবে বাবা, ছেড়ে দাও না, জলের জীব আমি জলে চ'লে যাচ্ছি (কম্পন)

নোয়া। কাঁপ্‌ছিস্ কেন ফয়নাশা, এ যে আমি—

ফয়। সেই বুঝেই ত কাঁপছি মামদো চাচা—

নোয়া। চোখ খুলে দেখ্‌না আমি কে?

ফয়। বাপরে, চোখ বুজেই যা দেখ্‌ছি তাই যথেষ্ট, আর দগ্ধে মেরোনা বাবা, যা ক'র্ব্বার ক'রে ফেল। (কম্পন)

নোয়া। কাঁপিস্‌নি ফয়নাশা, এই আমি তোকে ছেড়ে দিচ্ছি,—

ফয়। এই ভন্ (দৌড়িয়া পলায়ন)

সেরিণা। কি ভীত প্রকৃতি!

নোয়া। আহাম্মুকের কাণ্ডখানা দেখুন না।

সেরিণা। অগ্রসর হোন দেখি কোথায় গমন করে।

[নোয়াজেস ও সেরিনার প্রস্থান।

সানি। ভয়টাও পুরুষের একটা সৌন্দর্য্য—বেশ উপভোগ করা যায়।

সানিয়ার গীত।

ন'না গুণ পুরুষজাতির ফোটাতে রূপের বাহার।
উচক্কা কুলবালা মজে দেবী সয়না আর॥
ছড়ায়ে হাসির রাশি, ক'রে নেয় চরণ দাসী,
ভীত করে চিত্ত চুরি, পরায়ে প্রেমের ফাঁসি;
মূর্খ হয়ে সুলক্ষ তারে বাঁধে মন সে অবলার॥

(এক হস্তে একখানা ছুরিকা ও অপর হস্তে একটী পানকৌড়ী লইয়া)

(গফুরের প্রবেশ)

গফুর। এই দেখ্ সানি, তোর জন্যে একদৌড়ে নদীতে গিয়ে এক-ডুবে এই পানকৌড়ীটে ধ'রে নিয়ে এসেছি—এখন ব'স, এর রক্ত তোর মাথায় ঢেলে দিই।

সানি। মর্ মুখপোড়া, কি ব'ল্‌ছিস্ তুই?

গফুর। তুই এখনও বুঝ্‌লিনি সানি, আমি যে তোর জন্যে মরিচি—তোর ব্যামো শুনে আমি কি থাক্‌তে পারি?

সানি। আমার ব্যামো কি রে?

গফুর। তাই যদি বুঝ্‌বি, তাহ'লে আর লোকে মাথার ব্যামো ব'ল্‌বে কেন? মাথার ব্যামো কি নিজে বোঝা যায়—উপসর্গ দেখে পাঁচ জনে ধ'রে ফেলে।

সানি। তুই কি ব'ল্‌ছিস্?

গফুর। ওই ওটাও একটা উপসর্গ, লোকে কিছু ব'ল্‌লে বোঝা যায় না। নে এখন ব'স—

সানি। দূরহ মুখপোড়া—

গফুর। ওষুধ মাথায় দে সানি, নইলে আমি জীবহত্যে হবো—

সানি। আমার ব্যামো তোকে কে ব'ল্‌লে?

গফুর। সে কথা ব'ল্‌তে বারণ ক'রেছে—

সানি। আমায় ব'ল্‌বিনি? এই বুঝি তোর ভালবাসা?

গফুর। সাথি কস্‌ম ধরালেও আমি তোকে ব'ল্‌বো, তুই আগে মাথা পাত—

সানি। বটে, আর ব'ল্‌তে হবেনা—তুই যা আমি শুন্‌তে চাইনে—

গফুর। হা আল্লা একি ক'ল্লে? [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যানের অপরাংশ।

বাঁদীগণের প্রবেশ ও গীত।

রোগে ধরেছে।
কোথাকার বাত্তিক হওয়া একেবারে মাথায় চ'ড়েছে॥
বাত বিকার আর সান্নিপাত, হকিম তবু পায় গো ধাত,
এরোগে নারী ছাড়ে হকিম ডরে—বলে প্রেমে ধরেছে,
ভাবে দফা সেরেছে॥

(ফয়নাশার প্রবেশ)

ফয়। কি ফ্যাসাদেই প'ড়লুম বাবা—পালিয়ে যাই কোথায়? যে দিকে যাচ্ছি সেই দিকেই মাম্‌দো ম্নাম্‌দীর ঝাঁক। ও ব্যবা, এই এক শালা!

(গফুরের প্রবেশ)

গফুর। তাইতো ছুঁড়ীটের জন্যে কি শেষ কালটায় পাগল হবো!

ফয়। এ ব্যাটা দেখচি পীরিতে প'ড়েছে। আমার দিকে নজরও দেয়নি, আস্তে আস্তে গা ঢাকা দিই—(গমনোদ্যত)

গফুর। (স্বগত) এযে সেই পরদেশী মিঞার বাহন্‌টী! (হাত ধরিয়া) কি দোস্ত কোথায় চ'লেছ?

ফয়। এইরে! (কম্পন)

গফুর। একি দোস্ত কাঁপ্‌চো কেন? চোক বুঁজে কেন দোস্ত?

ফয়। মির্‌গীর ব্যামো দোস্ত—মির্‌গীর ব্যামো। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

গফুর। (স্বগত) একে ব'ল্‌লে একটা উপায় হয় না? পরদেশী লোক আমার সঙ্গে চালাকী কর্ত্তে পার্ব্বে না ব'লেই বোধ হয়। দেখি ব'লে—(প্রকাশ্যে) দোস্ত আমি বড় বিপদে প'ড়েছি—

ফয়। আমার বিপদ আবার তোমার চেয়েও বেশী দোস্ত,—তোমার চেয়েও বেশী—

গফুর। আমার জান যায়—

ফয়। আমার গেছে বল্লেই হয়—

গফুর। তোমার কি হ'য়েছে দোস্ত?

ফয়। তোমারই বল না—

গফুর। আমি পীরিতে প'ড়েছি—

ফয়। আমি পীড়নে প'ড়েছি—

গফুর। একটা উপায় ঠাওরাতে পার দোস্ত?

ফয়। নিজের উপায় ঠাওরাতেই পাচ্ছিনে, তা তোমার উপায়! ছেড়ে দাওনা দোস্ত, কথা কাটাকাটি ত অনেক হ'ল।

ফয়। তাহ'লে ব্যাপারটা সঙ্ক্ষেপে বল, আমি উপায়টাও চট্‌ক'রে দি—

গফুর। এখনও কাঁপ্‌চো?

ফয়। মজ্জাগত রোগের ওই লক্ষণ, নাও কাজের কথা কও—

গফুর। ঐ সানিয়া ব'লে যে সাজাদী সেরিনার একটা বাঁদী আছে জানতো?

ফয়। হ্যাঁ জানি; তুমি তারই পীরিতে পড়েছ? তুমি তাকে চাও, আর সে তোমায় চায় না—এই ব্যাপার ত?

গফুর। হ্যাঁ তাই—

ফয়। এক কাজ কর, একদিন প্রাণের কথা তাকে খুলে ব'লে ফেল, যদি রাজী না হয়, তার কাণটা কি নাকটা কাম্‌ড়ে দাও—মেয়ে মানুষ বশ কর্ব্বার ঐ একমাত্র দাওয়াই—যাও স'রে পড়—

গফুর। সে চ'ট্‌বে না?

ফয়। চট্‌বার যো কি—একেবারে তোমার পায়ের তলায় লুটিয়ে প'ড়বে যাও—

গফুর। বড় বাধিত হলুম দোস্ত—সেলাম!

ফয়। হ্যাঁ হ্যাঁ যাও— [উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য।

উদ্যান।

জেরিণার গীত।

নিমিষের দেখা চোখে চোখে আমি আপনা হারায়ে ফেলেছি;
কহিতে গিয়ে কথার কথা—মরম খুলিয়া দিয়াছি॥
কি ছিল লুকান নয়নে, অমিয় মধুর বচনে;
আমি দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া কি জানি কি যেন হয়েছি;
সে যে গো আমার সাধনা কামনা তারে প্রাণ মন সঁপেছি॥

(নোয়াজেসের প্রবেশ)

জেরিণা। একি আপনি এখানে?

নোয়া। তটিনী-সৈকতে ব'সে সান্ধ্য প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ ক'চ্ছিলুম, অকস্মাৎ সান্ধ্য সমীরণ কোন্ বেহেস্তের সুধা সঙ্গীত ব'য়ে এনে কর্ণকুহরে অমৃত রাশি ঢেলে দিলে, উন্মত্ত হ'য়ে সঙ্গীতের উৎপত্তি স্থান অনুসন্ধান ক'র্‌তে এই দিকে ছুটে এলুম; একি আপনি লজ্জায় মুখ নীচু ক'র্‌লেন যে? মধুরকে মধুর ব'ল্লে তার প্রশংসা করা হয় না—এতে লজ্জার কারণ কি আছে? আমিই যদি লজ্জার কারণ হই—আমি চ'লে যাচ্ছি!

জেরিণা। সে কি! যাচ্ছেন কেন, আমিত আপনাকে যেতে বলিনি—

(সানিয়ার অন্তরালে প্রবেশ)

সানি। এই যে দুটীতে আবার এক সঙ্গে জুটেছেন, দেখি কতদূর গড়ায়! আবার সাজাদীকে খবর দিতে হ'বেত—

নোয়া। সুন্দরি?

জেরিণা। কি ব'ল্‌চেন! আমি সুন্দরী—ছি—ছি—ও কথা ব'ল্‌বেন না—অপাত্রে অমন অযোগ্য সম্ভাষণ ক'র্‌বেন না!

নোয়াজ। যার চোক আছে, সে আমার কথা মিথ্যা ব'ল্‌বে না।

জেরিণা। (স্বগত) সৌন্দর্য্য কোথায়? আমাতে না পরদেশীতে—বুঝি চাঁদের জোছনা নিংড়ে নিয়ে এরূপ তৈরী হ'য়েছে—

নোয়াজ। সুন্দরি—

জেরিণা। থাম্‌লেন কেন? কি ব'ল্‌তে যাচ্ছিলেন, বলুন (হস্ত ধারণ)

সানি। (অন্তরাল হইতে) এ যে বেশ জ'মে যা'চ্ছে, আর দেরী করা হবে না, সাজাদীকে বলিগে—

[প্রস্থান।

জেরিণা। চুপ ক'রে রইলেন যে?

নোয়া। প্রাণের একটা অতি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা—বামন হ'য়ে চন্দ্রমা ধারণের সাধ—

জেরিণা। যার মন আছে, তার আকাঙ্ক্ষাও আছে, এটীত নূতন কথা নয় পরদেশী!

নোয়া। পূর্ণ হ'বার আশা না থা'ক্‌লে, তেমন আকাঙ্ক্ষা হয় যন্ত্রণা, নয় মৃত্যুর কারণ হয়—

জেরিণা। এরূপ ক্ষেত্রে তাহ'লে সকলকেই জ্যোতিষ শিখ্‌তে হয়—

নোয়া। বুঝেছি সাজাদী আমারই হা'র—

সেরিণা। (অন্তরাল হইতে) সানি মিথ্যাবাদিনী নয়—জেরিণা আমার সর্ব্বস্ব অপহরণোদ্যতা!

নোয়া। কার পদশব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি—সাজাদী—আমি চ'ল্লুম—

[নোয়াজেসের প্রস্থান।

(সেরিণার প্রবেশ।)

জেরিণা। এযে সেরিণা—অন্তরাল হ'তে কি আমাদের দেখেছে?

সেরিণা। জেরিণা!

জেরিণা। ভগ্নি?

সেরিণা। এ কিরূপ বিসদৃশ আচরণ তোমার? জান তুমি কে?

জেরিণা। জানি, কিন্তু বিসদৃশ আচরণটা কি দেখ্‌লে?

সেরিণা। একজন অজ্ঞাত কুলশীল যুবকের সহিত নির্জ্জন আলাপ কি সম্রাট্-নন্দিনীর যোগ্য আচরণ?

জেরিণা। সে বিষয়ের বিচার ক'র্‌বার অধিকার তোমার নেই।

সেরিণা। ক্রোধের বশীভূতা হ'য়ে অপরের মর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য করিতে বিস্মৃতা হয়োনা জেরিণা!

জেরিণা। সমানে সমানে সে দাবী চলে না—

সেরিণা। কিন্তু তোমার আশা পূরণের পথে অনেক বাধা—

জেরিণা। মানুষ আশা ক'র্‌বার আগেই সে ভাবনা ভেবে থাকে।

সেরিণা। তবে তুমি কৃতসঙ্কল্পা?

জেরিণা। বুঝেছি সেরিণা, তুমিও তা'কে ভালবেসেছ—তাহ'লে আমিও ব'লে রাখি, জেরিণা তোমা অপেক্ষা হীন প্রতিদ্বন্দ্বিনী নয়।

সেরিণা। বেশ, কার্য্যেই পরিচয় হোক। [উভয়ের প্রস্থান

(ফয়নাশার প্রবেশ)

ফয়নাশা। ভয়ে ভক্তি, না ভাবে ভক্তি! ঝোঁপে ঝাঁপে আর কাঁহাতক লুকিয়ে কাটাবো! অনেক ভেবে চিন্তে এই সাথী মাম্‌দোর সঙ্গে একটু আলাপ ক'রেছি; বেটীর চা'ল চলন দেখে যা বুঝ্‌ছি বেটী এ মাম্‌দো গুষ্টীর মধ্যে অহিংসা ব্রতধারিণী ফকিরণী। বেটীও আমায় পথে বসাবার যোগাড়ে আছে, তা'কে প্রতিজ্ঞা ক'রিয়ে নিয়েছি—যেন অন্য মাম্‌দো মাম্‌দীর নজর থেকে লুকিয়ে রাখে। বেটী তাই কর্ত্তে রাজী হয়ে'ছে, তবুওত বাবা ধোঁকা যাচ্ছেনা! চব্বিশ ঘণ্টাই বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ ক'চ্ছে। ঐ যে বেটী এদিকে আ'স্‌চে—বেটী চোখের আড়ালে থা'ক্‌লে তবু থাকি ভাল।

(সাথিয়ার প্রবেশ)

সাথিয়া। এই যে প্রিয়তম! তুমি এখানে? আমি খুঁজে খুঁজে সারা!

ফয়নাশা। একটু স'রে দাঁড়িয়ে কথা কও না প্রিয়তমে, আমার বুকটা যে ধড়াস্ ধড়াস্ ক'চ্ছে—তা এত খোঁজা খুঁজি কেন? ভুক্ লেগেছে বুঝি?

সাথিয়া। এ প্রাণের ভুক্ কবে মিট্‌বে প্রিয়তম!

ফয়নাশা। এই বুঝি তোমার প্রতিজ্ঞা রাখা প্রিয়তমে? দু'দিন না না যেতেই নোলায় জল স'র্‌লো?

সাথিয়া। একি কথা ব'ল্‌চো প্রিয়তম, আমি যে তোমায় ভালবাসি।

ফয়নাশা। তা'খুব বেসো, একটু দূরে থেকেই বেসো, বেশী কাছে ঘেঁসো না।

সাথিয়া। আবার ঐ কথা!

ফয়নাশা। ব্যথা ত বুঝ্‌লে না প্রেয়সি, তুমি কাছে এলেই আমার কেমন জ্বর আসে।

সাথিয়া। আমায় দেখ্‌লেই অমন কাঁপো কেন?

ফয়নাশা। কি জান, লোক জন দেখ্‌লেই আমার অম্নি কাঁপা অভ্যেস।

সাথিয়া। যে যাকে ভাল বাসে তাকে দেখ্‌লে কি ভয় হয়?—আমি বাঘও নই—ভালুকও নুই যে গপ্ ক'রে গিলে ফেল্‌বো।

ফয়নাশা। ওরে বাবারে!

উভয়ের গীত।

সাথি। আমি বাঘ নই যে গিল্‌বো তোমায় গপ্ করে।
তবে কেন আঁত্‌কে উঠ জড় সড় মোর ডরে॥ (ও প্রিয়তম)

ফয়। বাঘ হ'লেও ত ছিল ভাল ম'রতুম তবু লড়াই লড়ে।
এযে মাম্‌দোর মাসী ও প্রেয়সী মুখ দেখে প্রাণ শিহরে॥

সাখি। কেন মুখখানি কি ভাল নয় ?
এমন কুন্দ দন্ত নধর অধর সদা হাস্ত ময় !

ফয়। যেন খাথর বাটীতে নারিকেলকুচি দেখলেই মনে হয়।

সাখি। এমন বাশীর মতন নাকটী, ঠোট দুটি রাঙা টুক্‌টুকে।

ফয়। বাহবা দেখে মনে হয় যেন কে ধরিয়ে রেখেছে টিকে।

সাখি। টুলটুলে এমন গাল দুখানি, চোক দুটী এমন ঢুলঢুলে,
তায় মধুর চাহনি মধুর হাসি কত জনার মন ভুলে।

ফয়। সে চোখ যদি থাকত আমার, থাকতুম্ তোমার পায়তলে।
এখন দোহাই তোমার রেহাই দাও—
যাই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে॥

[ফয়নাশার প্রস্থান।

(সানিয়ার প্রবেশ)

সানি। একজন অজানা অচেনা পুরুষের সঙ্গে গোপনে আলাপ-চারি! দাঁড়াও সাজাদীকে ব'লে দিচ্ছি।

সাখি। তা তে তোর অত গায়ের জ্বালা কেন! বুঝেছি তোরও তার উপর চোখ প'ড়েছে।

সানি। কেন প'ড়বে না ? সে ত আর কারও কেনা সম্পত্তি নয় ?

সাখি। কেনা না হলেও কিন্‌তে কতক্ষণ ?

সানি। নিলেমে সানিও ডাক্‌তে ছা'ড়বে না।

সাখি। হাসালি সানি, হাসালি।

সানি। হাসি কান্নাটা শেস দেখে, এখন থেকে অত ঢলাঢলি কেন ?

সাখি। তাই দেখিস্ লো; তাই দেখিস্। [প্রস্থান।

সানি। বেশ।

(সেরিণার প্রবেশ)

সেরিণা। শুনেছিস্ সানি, জেরিণাও পরদেশীর অনুরাগিণী—আমার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিনী!

সানি। হা হা হা বেশত তুবোনে বেশ লড়াই চ'ল্‌বে।

সেরিণা। একে আমি নিজের যন্ত্রণায় অস্থির, তার উপর তুই অশ্লীল গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগ ক'রে আমার যন্ত্রণার উপর দ্বিগুণ যন্ত্রণা দিতে কি কিঞ্চিৎ মাত্রও দ্বিধা কচ্ছিস্ না? ধিক্ তোকে!

(মোবারিকের প্রবেশ)

মোবারিক। জরে—বক্তারে—নজ্জুম্ সাজাদি জরে—বক্তারে—নজ্জুম্। এই দেখ সাজাদি আমি কতবড় একটা সাধুভাষা শিখে এসেছি।

সেরিণা। কাণ্ড-জ্ঞানহীন অপদার্থ দূরে অপসৃত হও—[প্রস্থান

মোবা। কাল সমস্ত দিন ধ'রে এত বড় একটা সাধু ভাষা মুখস্থ কল্লুম, তবু নসীব খুল্‌লো না।

(গফুরের প্রবেশ)

গফুর। সানি আমি এসেছি, শুধু আসিনি দাওয়াই শিখে এসেছি। ভালয় ভালয় রাজী হও ভাল; নইলে দাওয়াই ইস্তেমাল কলে রাজী হ'তেই হবে।

সানি। দূর হ মুখপোড়া, আমি একে নিজের জ্বালায় অস্থির, তার আবার জ্বালাতন কর্ত্তে এল, দূর হ—

গফুর। তবে আর আমার দোষ নেই, আমি দাওয়াই দোব—

(সানিয়ার নাক কাণ কামড়াবার উদ্যোগ)

সানি। ওরে বাবা রে, একি রে, এ যে কামড়ালো রে! (পলায়ন)

গফুর। এ যে পালালো! দোস্তও ঠকালে!

মোবা। তাই তো, গফুর এ কি হল!

গফুর। তাই তো, হুজুর এ কি হল!

মোবা। তুইও আমার মত দুঃখী আয় দুজনে গলা জড়িয়ে একটু কাঁদি।

গফুর। তাই আসুন হুজুর! উভয়ে গলাগলি করিয়া ক্রন্দন।

(পট পরিবর্ত্তন)

(বাঁদীগণের প্রবেশ ও গীত)

প্রেমে যদি হবে সুখী বোঝ আগে প্রেমটা কি।
নইলে মুখোমুখী গলাধরি বসি কাঁদলে হবে কি?
প্রেম যদি ক'র্‌তে চাও, আপন প্রাণ বিলিয়ে দাও।
নইলে সাধো কাঁদো পায়ে ধরো বুঝবে শেষে সব ফাঁকি।
ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিনটী থাকতে নয়,
পাগল সেজে আকাশ পানে চাইলে কিবা হয়,
প্রেম খাঁটি সোনা খাদ মেশেনা চলে না তায় বুজ্‌রুকী।
যে জন যারে চায়, পায় কি সে তায়,
ধরি ধরি ক'রে ফেরে ধ'র্‌তে না পারে।
যখন মনে প্রাণে বাঁধন পড়ে
তখন প্রেম এসে দেয় উঁকি॥

(ড্রপ)





দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:○:—

প্রথম দৃশ্য।

অলিন্দ।

সানিয়া ও মাঝি।

সানিয়া। যদি পারিস্ ত পাঁচ শো আসরফি, কাজ বেশী শক্ত নয়, নৌকার তলার একখানা তক্তা আল্‌গা ক'রে রাখ্‌বি,—মাঝ দরিয়ায় গিয়ে সে খানা এমন চালাকি ক'রে খুলে দিবি, যেন কেউ টের না পায়।

মাঝি। এত আর যাকে তাকে খুন করা নয়—একেবারে জাতসাপ নিয়ে খেলা,—ঘুণাক্ষরে টের পেলে আর গর্দ্দানা থাক্‌বে না—

সানি। যখন সাজাদী সেরিণা বিবি এর ভেতরে আছে, তখন তোর ভয় কি? পানসী চ'ড়ে দরিয়ায় হাওয়া খাওয়া জেরিণা বিবির নিত্য অভ্যাস,—পানসী কি আর ডোবে না? তোর কোন চিন্তা নেই এতে আর কেউ সন্দেহটী পর্য্যন্ত ক'র্ব্বে না।

মাঝি। তাইতো বিবি, আমার যেন ভরসা হ'য়েও হ'চ্ছে না। আচ্ছা বিবি, তোমাদের ত মতলব শুধু জেরিণা বিবিকে নিয়ে! ওতে আবার সাখিন্না বিবিকে জড়াচ্চ কেন?

সানি। সেটা বুঝ্‌তে পার্লিনি? যদি সাথিয়া সঙ্গে না থাকে, লোকের মনে চট্‌ক'রে একটা সন্দেহ হ'তে পারে এটা যড়যন্ত্র; সে থাক্‌লে আর সেটুকু হবে না, তাছাড়া শত্রুর শেষ করাই ভাল। ও বেঁচে থাক্‌লে ব্যাপারটা সহজে চাপা দেওয়া যাবে না।

মাঝি। বুঝেছি, টাকা এনেছ?

সানি। এই নে বায়না, কাজ শেষ ক'রে এলে বাকী। কিন্তু খুব সাবধান!

মাঝি। সেলাম বিবি, চল্লুম। কাজ হাঁসিল ক'রে তবে ফির্‌বো।

[প্রস্থান

সানি। এক ঢিলে দুই পাখী মার্ব্বো, সাথী মনে ক'রেছে ফয়নাশা তার হবে। যখন মাঝ দরিয়ায় কবর হবে, তখন বুঝবি ফয়নাশা কার।

(সেরিণার প্রবেশ)

সেরিণা। কি হ'ল সানি?

সানি। সব ঠিক্; সানিয়া যে কাজে হাত দেয়, সে কাজ কখনও অপূর্ণ থাকে?

সেরিণা। কিন্তু একেবারে হত্যা ক'র্‌বি!

সানি। নইলে যে নিজেকে হত্যা হ'তে হবে। পরদেশীর ঝোঁকটা এখন ওরই উপর প'ড়েছে। বেঁচে থা'ক্‌লে যে ঝোঁকটা যাবে, তা ত মনে হয় না। তা ছাড়া ও শত্রুর শেষ করাই ভাল।

সেরিণা। এ বিষয়ে তোর বুদ্ধি অতীব প্রখরা। তোর সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে আমি কোন কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করিনা। তা'হলে আজই?

সানি। আজই গোধূলি লগ্নে শুভকার্য্যটা সম্পন্ন করা হইবে—দেখ সাজাদী, আমি সাধুভাষা শিখেছি।

সেরিণা। শিখবি বৈকি সানি অধ্যবসায়ে কি না হয়—এখন আয়।

[উভয়ের প্রস্থান

(ফয়নাশার প্রবেশ)

ফয়। এ মামদো শালীর মতলব ত বেশ ভাল ব'লে বোধ হ'চ্ছে না। জেরিণা বিবি আর সাখিয়াকে মা'র্‌বার মতলব কেন? ওরা আছে ব'লে বোধ হয় আমাদের জবাই কর্ত্তে পার্চ্ছে না, তাই ওদের সরাবার চেষ্টা ক'চ্ছে; কিন্তু মামদোরা কি জলে ডুবে মরে? হয়ত এ মামদোর দেশের জলের অগ্নি একটা গুণ আছে, তা যদি হয়, তা হ'লে আমিও এক চা'ল চালি। ঠিক হয়েছে! এই যে মামদো প্রেমিক আসচে, ওকে দিয়ে এদের মতলব ফাঁসাতে হবে। প্রেমের নেশায় নোলার জল শুকিয়ে গেছে ব'লেই একটু ভরসা।

(মোবারিকের প্রবেশ)

মোবা। হা মার্জ্জিত ভাষা। খোদা আমায় মার্জ্জিত ভাষা শিখিয়ে দাও, মার্জ্জিত ভাষা না শিখিলে যে সেরিণাকে পাবোনা। সেরিণা আমার হবে না—আমি দম্‌ফেটে ম'রে যাবো।

ফয়। কি বাবা, মামদোর চাঁই, শ্রীমুখ খানি যে শুকিয়ে আম্‌সি হয়ে গেছে? তোমাদের প্রেমের হিড়িকৃত বড় কম নয় দেখচি?

মোবা। কি আর ব'ল্‌বো মিঞা আমার কাঁদতে ইচ্ছে ক'চ্ছে। এস ভাই, আগে তোমার গলা জড়িয়ে একটু কাঁদি।

ফয়। স'রে দাঁড়াও না চাঁই, নইলে এখনি আমায় পাতলা হ'তে হবে। তার চেয়ে দূরে দাঁড়িয়ে যা মতলব দিই, শোন—আমার মতলব শুন্‌লে তোমার প্রাণময়ী একেবারে তোমার শ্রীচরণের ছুঁচি হয়ে যাবে।

মোবা। মার্জ্জিত ভাষা না শিখিলে কোন মতলবই খাটিবে না।

ফয়। তার জন্যে আর চিন্তা কি? আমরা যে মার্জ্জিত ভাষার দেশের লোক। সে দিন অত বড় একটা মার্জ্জিত কথা শিখিয়ে দিলুম।

মোবা। সেই জরে বক্তারে নজ্জুম্ ত? সে কথাটা শুনে মা'রতে বাকী রেখেছিল।

কয়। তুমি তা হ'লে ব'ল্‌তে পারনি—ওটা ব'ল্‌তে হবে জরেবক্‌—তারে—নজ্‌—জুম্‌ অর্থাৎ তেটে কেটে গদী ঘীনা ধা। ঠিক তবলার বোলের মত, তবেত সেটার মানে বোঝা'তো, যদি উচ্চারণই ঠিক না হ'ল, ব'লে লাভ কি ?

মোবা। বটে, আমি তা ত জানিনি—

কয়। জাননি—এইবার শেখ—আমরা মার্জ্জিতভাষার দেশের লোক—আমি তোমায় গাদা গাদা মার্জ্জিত ভাষা শেখাতে পারি দেখ্‌বে—তোমায় আর বিবির সাধ্যি সাধনা কর্ত্তে হ'বে না।

মোবা। বটে—বটে—বটে! তালিম্‌ দাও মিঞা, তালিম্‌ দাও, আমি তোমার কেনা গোলাম হ'য়ে থাক্‌বো।

কয়। গোলাম হবার দরকার নেই চাঁই, এই রকম মোলায়েম আচরণটা ক'র্‌লেই যথেষ্ট হবে।

মোবা। তাহ'লে তালিম্‌ সুরু কর মিঞা।

কয়। আগে তাহ'লে আর একটা মার্জ্জিত ভাষা শেখ—বল সখুন্‌—মার—এ-আস্তিন্‌—অর্থাৎ তাক্‌ থুন্না তাক্‌—একেবারে তবলার বোল - বল দেখি ?

মোবা। (বিকৃত ভাবে) সখুন্‌—মার্‌—এ-আস্তিন্‌ অর্থাৎ তাক্‌ থুন্না তাক্‌,—ঠিক হয়েছে ?

কয়। কেয়াবাৎ—এমন না হ'লে সাগ্‌রেদ্‌। নাও মুখস্থ ক'রে ফেল। (মোবারিক কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি) তোফা হয়েছে—এইবার যা পরামর্শ দিই কর।

মোবা। কি বল—

কয়। আজ ঠিক সন্ধ্যার সময় বাগানেরঘাটে একখানা পান্‌সী থা'ক্‌বে, যেখানা চ'ড়ে সেরিণাবিবি সানিকে সঙ্গে নি'য়ে বেড়াতে যাবে।

মোবা। সানি বেটী থা'ক্‌লেত সুবিধা হবে না। সেরিণাকে একলা না পেলে সুবিধা হবে কেন?

ফয়। আহা শোনই না—তুমি বোরখা পরে সানি সেজে সেই পান্‌সীতে উঠে ব'সে থা'ক্‌বে, তারপর সেরিণাবিবি তোমাদের চিন্তে না পেরে সেই পান্‌সীতে উঠ্‌লে পান্‌সী ছেড়ে দেবে। মাঝ দরিয়ায় গিয়ে প্রথমে আত্মহত্যা ক'র্‌বে বলে ভয় দেখাবে—তাতে যদি সম্মত না হয়—তারপর মার্জ্জিত ভাষা-রূপ নাগপাশে তোমার প্রণয়িনীকে আটে কাটে বেঁধে ফেল্‌বে – বস্, কেল্লা ফতে! পা'র্‌বে?

মোবা। এ আর পা'র্‌বো না, খুব পার্ব্বো—

ফয়। দেখো, যেন মার্জ্জিত ভাষা ভুলোনা?

মোবা। কি ব'ল্‌চো মিঞা, এই দেখনা সখুন্—মার্—এ-আস্তিন অর্থাৎ তাক্ থুন্না তাক্—কেমন মনে আছে ত?

ফয়। তোফা মনে আছে—

মোবা। তাহ'লে এখন আসি সেলাম। (সখুন্ মার্—এ আস্তিন পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে করিতে প্রস্থান।)

ফয়। স'রে পড়, সেলাম, ব্যস্ এইবার মাম্‌দো চাচাকে সেরিণা সাজাতে পা'র্‌লেই—মাম্‌দো গুষ্টী একটু হাল্কা হয়। এই যে মেঘ না চাইতেই জল—এস দোস্ত এস—

(গফুরের প্রবেশ)

গফুর। যাও—যাও – তোমার সঙ্গে আর কথা কইবো না—তুমি বড় ছোট লোক—

ফয়। এ কি ব'লচো দোস্ত আমি ছোটলোক! কিসে দেখলে?

গফুর। যা মতলব দিয়েছিলে আমি নাক কামড়াতে গিয়ে একেবারে অপ্রস্তুত, বেটী চীৎকার ক'রে পালালো।

ফয়। তা হ'লে তুমি কামড়াতে পারনি? তা হ'লে আর আমার

দোষ কি বল? কামড়ানোর পর যদি সে বশ না হ'তো তা'হ'লে আমার দোষ দিতে পার্ত্তে।

গফুর। বটে! তা হ'লে মস্ত ভুল ক'রে ফেলেছি দোস্ত?

ফয়। করনি! এত বড় ভুল কেউ কখন করেনা।

গফুর। তা হ'লে উপায়?

ফয়। আবার আমি তোমায় উপায় ব'লবো? যা ব'লবো তা তুমি পার্ব্বেনা, অথচ আমার দোষ দেবে। তার চেয়ে কোন কথা না কওয়াই ভাল, তাতে বরং দোস্তিটা থাকবে।

গফুর। রাগ ক'রোনা দোস্ত, আমারই ভুল হ'য়েছে। মেহেরবাণী ক'রে একটা উপায় ব'লে দাও।

ফয়। না পারো যেন আমার দোষ দিওনা।

গফুর। আমি কসম্ খেয়ে ব'ল্চি, তোমার দোষ দেবো না।

ফয়। তা হ'লে আজ একটা সুযোগ আছে, সন্ধ্যার সময় সানিছুঁড়ি সেরিণা বিবির সঙ্গে পান্সী চ'ড়ে হাওয়া খেতে যাবে। সে পান্সীতে আগে থাক্তে গিয়ে ব'সে থাক্বে। তুমি সেরিণা বিবি সেজে বোরখায় মুখ ঢেকে গিয়ে পান্সীতে উঠ্বে। অমনি পান্সী ছেড়ে দেবে। তারপর মাঝ দরিয়ার গেলেই সানিকে ধ'রে তার নাকটী কিম্বা কাণটী—বুঝলে কি না?

গফুর। যদি পালায়?

ফয়। মাঝ দরিয়ায় ঝাঁপিয়ে পালাবে মনে ক'চ্ছ নাকি?

গফুর। ও তাও তো বটে! বেঁচে থাক দোস্ত বেঁচে থাকো।

(গীত)

গফুর। আজ মার্ দিয়া মিঞা মার্ দিয়া।
দিল্ পিয়ারা মিল্নেকো আসান্ সলুক মিল্ গিয়া॥

ফয়। তুম্ দোস্ত মেরা হো, তুম্ খোয়াইস করোগে যো,
জান দেনে ম্যায় তৈয়ার হুঁ দেখো মতলব ক্যায়সা দিয়া।

গফুর। তুম্‌বড়া মেহেরবান্, তুম্ বড়া মেহেরবান্,
তোমসা দোস্ত কাঁহা মিলেগা এ্যায়সা। কদরদান।
ত্মায় জিন্দিগি ভর্ গোলাম তেরা—মেরাজান তেরে লিয়ে।

ফয়। মেরা দোস্তি মালুম হোগা আখের দেখিয়ে
চাচা! আখের দেখিয়ে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(নদী সৈকতের উত্থান বাটিকা, নদীতে একখানি পান্সী।
পান্সীতে মাঝি উপবিষ্ট)

(নারীবেশে মোবারিকের প্রবেশ)

মোবারিক। সখুন মার্ এ আস্তিন্ অর্থাৎ তাক্ থুন্না তাক্। (পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি) কায়দায় এনে ফেলেছি, আর ভাবনা নেই। এই যে পান্সী (নিকটে গিয়া) এখন ও দেখছি সেরিণা আসেনি, ভালই হয়েছে, আগে থাক্‌তে উঠে ব'সে থাকি। (পান্সীতে উঠিয়া বসিল)

মাঝি। বোধ হচ্ছে এই সেই বাঁদীবেটী, এখনও সাজাদী আসেনি। বাপ! গা টা কাঁপচে, এতবড় একটা সয়তানি কাজ, কিন্তু পাঁচ শো আসরফি! আর মাঝি গিরি কর্ত্তে হবে না। সব ঠিক ঠাক ক'রে রেখেছি সাজাদি এলেই খেয়া মারি।

মোবা। সখুন মার্ এ আস্তিন্ অর্থাৎ তাক্ থুন্না তাক্। (পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করণ) তাই তো এখনও আসচে না যে।

মাঝি। ঐ যে সাজাদী আস্‌চে তৈরী হই।

(নারী বেশে গফুরের প্রবেশ)

গফুর। এইবার দেখবো সানি, তুই কেমন ক'রে পালাস, এই যে

সানি পাল্কীতে বসে আছে, এও দেখছি বোরখা প'রে এসেছে। যাই উঠে বসি। (উঠিয়া বসিল)

মাঝি। আরত কেউ আসবে না সাজাদী! তা'হলে পাল্কী ছেড়ে দি?

মোবা। (স্ত্রীকণ্ঠে) হাঁ ছাড়বি বৈ কি। আর দেরী কচ্ছিস্ কেন?

(মাঝি পাল্কী ছাড়িয়া দিল)

নৌকা ছাড়িয়া বাঁদীগণের প্রবেশ ও গীত।

কিবা মনোহর রাঙ্গা সুরঙ্গ ভাসে জলে।
আয় মোরা বাহি তরী ধরি কুতুহলে॥
কালো জল কাল ক'রেছে তুলে বিষম ঢেউ,
দেখিস্ যেন ডুবিস নাকো বাঁচাতে নাই কেউ,
প্রেমের ঢেউ এম্নি ধারা, করে নাকের জলে চোখের জলে।
প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয় যে শেষ কালে॥

[প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন।)

গফুর। (স্ত্রীকণ্ঠে) সানি!

মোবা। (স্ত্রীকণ্ঠে) কি সাজাদী

গফুর। (স্ত্রীকণ্ঠে) তুই কতক্ষণ ব'সে আছিস? কষ্ট হয় নি তো।

মোবা। (স্ত্রীকণ্ঠে) আহা সাজাদী, তোমার জন্যে ব'সে থা'কব না ত আর কার জন্যে থা'কৃব? তুমিই যে আমার সব (স্বগত) সখুন মার্এ আস্তিন হুঁ ঠিক মনে আছে।

গফুর। (স্বগত) আ মলো বেটীর প্রেমটা, কি সাজাদীকে গিয়ে গড়াল নাকি! যা হোক অনেকটা ত এসে প'ড়েছি। এইবার দাওয়াইটা পরথ ক'রে দেখি। (স্ত্রীকণ্ঠে) সানি

মোবা। (স্বগত) কি সাজাদী!

গফুর। (স্ত্রীকণ্ঠে) তোকে কাণে কাণে একটা কথা বলি শোন, কাকেও বলিস নি।

মোবা। (পূর্ব্ববৎ) আহা সাজাদী তোমার কথা নয়ত যেন মধু এক বার কাণে ঢকলে আবার বেরুবে ?

গফুর। (পূর্ব্ববৎ) তবে শোন।

(গফুর। মোবারিকের কাণ কামরাইয়া দিল, মোবারিক চীৎকার করিয়া উঠিল এবং উভয়ে উভয়কে দেখিয়া বিস্মিত হইল)।

মাঝি। (স্বগত) এইবার তলা খুলে দিই।

(তথাকরণ ও জলে ঝম্প প্রদান)!

মোবারক। তাই তো কি করি গফুর! (ইতস্ততঃ করণ)

গফুর। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ুন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।

(উভয়ে জলে ঝম্প প্রদান)

(নোয়াজেসের প্রবেশ)

নোয়া। তাইতো জেরিণাতো এখানে নেই—ওকি জলে ডুবে উঠ্‌চে ওটা কি! একটা মানুষ নয় ? মানুষই ত বটে ; এম্নি ভাবে আমার প্রাণ এরা একদিন বাঁচিয়েছিল। দেখি, যদি বাঁচাতে পারি।

(জলে ঝম্প প্রদান)

তৃতীয় দৃশ্য।

হকিমের বাটী।

রোগিগণের প্রবেশ ও গীত।

সকলে। আমরা নূতন রোগে নূতন রোগী কজন।

দেখে বাড়াবাড়ি তাড়াতাড়ি, এসেছি হকিম বাড়ী,

এ যাত্রা প্রাণটা বুঝি বাঁচে না।

১ম রোগী। আমার বেজায় রকম হাঁচি, গায়ে বস্‌তে দেয় না মাছি, বাঁচি কিনা বাঁচি

ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ ফ্যাচে যেন কর্‌লে গরু শিরটানা।

২য় রোগী। আমার ঘুচে গেছে সখ, আমি কাসি খুক্ খুক্ খুক্
দুঃখ দেখে বিবি আমার কথাটী কয়না, তা' প্রাণেতে কয় না।

৩য় রোগী। কাঁচা বয়সে প্রেমের ছিটে, বাত ধরেছে গেঁটে গেঁটে
বিবি বেজায় খিট্‌ খিটে হায়! দেখেও দেখে না॥

৪র্থ রোগী। আমি একটু খানি কালা, যেই ধান শুনতে কান শুনি,
অম্নি পয়জারের ঠ্যালা,
পীটটে যেন বাসী ঘর, ঝাড়ুর বহর সহে না॥

৫ম রোগী। আমার হাই তোলাটাই রোগ, থেকে থেকে তেউড়ে ওঠা বিষম কর্ম্ম ভোগ,
ধনুষ্টঙ্কার হ'লে শেষে আর ত আ'ম বাঁচবো না।

৬ষ্ঠ রোগী। এমন ঢেকুর তোলে না ত কেউ,
খাই না খাই পেট দম্‌সম্ সর্ব্বদা হেউ ঢেউ।
উদরীর গুঁতোয় শেষে পটল তুলতে পার্ব্বো না।

৭ম রোগী। আমার ঢুলে মরা রোগ, উঠি হাঁটি দাঁড়াই বসি ফকীর বাবার যোগ,
নাকের কাছে ঝুলচে সিঙ্গে ফুকতে দেরী সইবে না।

৮ম রোগী। বমি বমি সদাই করে গা, জল টুকু যে তলায় নাগো বিষম ভাবনা।
এম্নি ধারা করলে ওয়াক প্রাণটী বাকী থাকবে না।

সকলে। ওগো হকিম চাচা, মোদের মুস্কিল হ'ল বাঁচা,
মরি বদি মামদো হবো তোমার বাড়ী ছাড়বোনা।

[প্রস্থান।

(সানিয়ার প্রবেশ)

সানি। (স্বগত) নিশ্চয়ই কেউ জেরিণা বিবিকে সাবধান ক'রে দিয়েছে, নৈলে রোজ বেড়াতে যায় কাল গেল না কেন? আর মাঝি বেটারই বা কি আক্কেল, তুই ভাল ক'রে না দেখেইবা নৌকা ছাড়লি কেন? যাক্ ও দিক্ দিয়ে আর কিছু হবেনা দেখছি। এখন সাজাদীর যুক্তিই ঠিক্। জেরিণা বিবিকে দাওয়াই খাইয়ে তার রূপ নষ্ট করে দিতে হবে। তাহ'লে পরদেশী আর তার দিকে ফিরেও চাইবে না। যখন সুরূপা যেচে সেধে আসচে তখন কুরূপা কে চায়? ভালবাসা ফালবাসা সব কথার কথা। আমি

তা হ'লে সাখিছুঁড়ীর করি কি ? ভেবে দেখবো। এখন যা ক'র্ত্তে এসেছি, করি। দাওয়াইটা সংগ্রহ করি। শুনেছি এই হকিমের কাছে এমন এক দাওয়াই আছে যা খাবামাত্র মুখখানাকে একেবারে কালি মেরে দেয়। (প্রকাশ্যে) ও হকিম সাহেব———হকিম সাহেব——

হকিম। (গৃহাভ্যন্তর হইতে) কোন্ ফুকার্‌তা হ্যায়।

সানি। মেহেরবানি ক'রে একবার বাইরে এসেই দেখুন না।

(দ্বার খুলিয়া হকিমের প্রবেশ)

হকিম। ফর্‌মাইয়ে বিবি, ফরমাইয়ে।

সানি। বড় একটা জরুরী কাজের জন্য আজ আপনার শরণাগত হয়েছি। এখন আপনার মেহের বাণীর উপর সমস্ত নির্ভর ক'চ্ছে।

হকিম। কেয়া কাম বিবি ফর্‌মাইয়ে, গোলাম হাজির।

সানি। একটু নিরিবিলি জায়গা না হ'লে ত ব'ল্‌তে পারিনে।

হকিম। বহুত আচ্ছা, অন্দরমে কোই হ্যায় নেহি অন্দরমে আইয়ে।

(উভয়ের গৃহের মধ্যে প্রবেশ ও অপর দিক দিয়া সাখিয়ার প্রবেশ)

সাখিয়া। সানিছুঁড়ী এত সকালে বাদসার হকিম সাহেবের বাড়ী! ব্যাপারটা কি! বাইরে কথা চল্‌লো না, অন্দরের ভেতর ফুস্‌ুর ফাসুর কর্ত্তে যাওয়া হল। নিশ্চয়ই কোন কুমতলব আছে। যাহোক্, একবার দেখি, দৌড়টা কত! (অন্তরালে অবস্থান)।

(হকিম ও সাখিয়ার বহিরাগমন)

হকিম। ইয়ে দাওয়াই লিজিয়ে বিবি, থোড়া সরবৎকা সাথ্ পিলা দিজেয়ে ব্যস—বিবি একদম্ কাফ্রী বন্ যায়েগি।

সানি। বড়ই বাধিত হলুম হকিম সাহেব। এই নিন আপনার ইনাম—সেলাম। [সানিয়ার প্রস্থান।

(সাখিয়ার প্রবেশ)।

(সাখিয়াকে দেখিয়া হকিমের তাড়াতাড়ি মোহরের থলি লুকাইবার চেষ্টা)

সাখিয়া। ওকি হকিম সাহেব, ওটা লুকোচ্চেন কি ?

হকিম। (চমকিত হইয়া) ও কুচ্ নেহি কুচ নেহি, ও দাওয়াই।

সাখিয়া। দাওয়াই কি আর থলিতে থাকে ? আমাকে লুকুচ্চেন কি ? আমাকে কি চিন্তে পা'চ্চেন না ? সেই যে হারেমে যখন চিকিৎসা কর্ত্তে গেছলেন, তখন আপনার সঙ্গে দেখা। পুরুষ এমনি নিষ্ঠুর বটে ; একবার দেখা দিয়ে প্রাণে আগুন জ্বেলে দিয়ে, এত শিগ্‌গির ভুলতে পুরুষ ছাড়া আর কেউ পারে না।

হকিম। (স্বগত) ইয়ে কেয়া কইতি হ্যায়। (প্রকাশ্যে সব ইয়াদ্ হ্যায় বিবি, সব্ ইয়াদ হ্যায়, লেকিন ম্যায় গরিব।

সাখিয়া। ভালবাসায় গরিব আমীর নেই হকিম সাহেব ?

হকিম। কেঁও বিবি এ্যায়সা বাত কেঁও কহতি হো ?

সাখি। কি আর ব'ল্‌বো হকিম সাহেব, ঘরে আমার শত্রু, সানিয়া আমায় স্পষ্ট ব'লেছে "যদি তুই হকিম সাহেবের আশা ত্যাগ কর্ত্তে না পারিস, তাহ'লে তোর মরণ আমার হাতে।

হকিম। (স্বগত) সব উল্টা হোগিয়া তো। আব্ ম্যায় উস্‌কা মতলব সমঝ গিয়া হুঁ। উও পহিলে যো আয়া, উও জরুর দাওয়াই ইনিকো পিলায়েগি (প্রকাশ্যে) বিবি ম্যয় এক বড়া কসুর কিয়া, উসকো ম্যয় এক দাওয়াই দিয়া আব্ মালুম হুয়া উস্ দাওয়াই তুমরা ওয়াস্তে লেগিয়া। কুচ্ পরোয়া নেই (গৃহমধ্যে প্রবেশ ও অবিলম্বে একটী মোরক লইয়া পুনঃ প্রবেশ) ইয়ে দাওয়াই আপনে পাস রাখো আগর কোই সুরৎসে উও দাওয়াই তোমে পিলাইতো ইয়ে দাওয়াই পানিকে সাথ পিনা ব্যস সব আচ্ছা হো যায়েগা।

সাখিয়া। আপনার বড় মেহেরবাণী। (স্বগত) যাক্ ভাবনা গেল,

(প্রকাশ্যে) আচ্ছা হকিম সাহেব, এখন তবে আসি, সেলাম। মনে রাখবেন।

হকিম। সেলাম (সাখিয়ার প্রস্থান) কেয়া তোফা; এক সাথ রোপেয়া আউর আওরাৎ। [প্রস্থান।

(হকিমের বালক ভৃত্যদ্বয়ের প্রবেশ ও গীত)

ফুকো শিশি নয়কো আছে হকিম চাচার হজমীগুলি।
আস্ত মানুষ হজম করে বাকী রাখে গোঁফগুলি॥
লাথি জুতো হজম করে গালাগালি কোন্ ছার—
রক্ত আঁখি দেখে ভক্ত বলে কি বাহার—
বিবির মুখ ঝাম্‌টা মন ভারি, শুক্‌নো আম্বার সথ করি,
হজম ক'রে মেজাজ নরম বলে কোকিল কাকলী,
শুক্‌নো খাতে সয়না যেটা সইতে পারে দাওয়াই গিলি॥

চতুর্থ দৃশ্য।

লতাকুঞ্জ।

জেরিণা।

জেরিণা। তাইতো একি হ'লো। রোজ, ঘুমথেকে উঠে সরবৎ খাই, আজও খেলুম—কিন্তু একি হলো। এমন কদর্য্য রূপ হ'ল কেন—নিশ্চয়ই সরবতের সঙ্গে কেউ কিছু মিশিয়ে দিয়েছে, কি করি? পরদেশী আমায় অন্তরের সহিত ভালবাসেন। আমার রূপ দেখে তিনি ঘৃণা না ক'র্‌লেও, আমি ঘৃণায় তাঁর কাছে মুখ দেখাতে পা'র্‌বো না। তাঁ'কে দূর হ'তে দেখ্‌বো—দূর হ'তে ভালবাস্‌বো, তাঁর সংসর্গে থেকে তাঁর সমস্ত জীবনটা বিষময় কর্ত্তে পার্ব্বোনা। পরদেশী আমার—জীবনে মরণে আমার,—এই সান্ত্বনাই আমার সুখ,—আমি স্বার্থ চাই না।

(নোয়াজেসের প্রবেশ তদ্দর্শনে জেরিণা অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিলেন)

নোয়া। জেরিণা, এ্যাঁকি! মুখ ঢেকে রয়েছে কেন জেরিণা ?

জেরিণা। কিছু মনে ক'র না পরদেশী, লজ্জায় মুখ দেখাতে পা'র্‌বো না বলেই ঢেকে রেখেছি।

নোয়া। লজ্জা, কিসের লজ্জা জেরিণা ?

জেরিণা। আমি অতি কুৎসিতা—

নোয়া। কুৎসিতা! সুন্দরি কি ব'ল্‌চো? বেহেস্তে এ সৌন্দর্য্য আছে কি না, জানি না—তবে পৃথিবীতে যে সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না, সেই অতুলনা সুন্দরী তুমি—তোমার মুখে আজ এ কি কথা জেরিণা ? তোমার কথার অর্থ ত আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

জেরিণা। সত্যই পরদেশী, আমি অতি কুৎসিতা।

নোয়া। তুমি সুন্দরীই হও—আর কুৎসিতাই হও, তুমি আমার। অন্তরের সৌন্দর্য্যের কাছে বাহিরের রূপ? সে যে কাঞ্চনের তুলনায় কাচ! জেরিণা অবগুণ্ঠন উন্মোচন কর!

জেরিণা। যদি মুখ দেখে আপনার ঘৃণা হয় ?

নোয়া। যে মুখচ্ছবি নিদ্রায় স্বপ্ন, স্বপ্নে শান্তি, জাগরণে তৃপ্তি, কল্পনায় সুখ এনে দেয় তা দেখে ঘৃণা! জেরিণা তুমি কি উন্মাদিনী হয়েছ ?

জেরিণা। আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখুন, আমি কত কুৎসিতা (অবগুণ্ঠন উন্মোচন)

নোয়া। কৈ প্রিয়তমে আমিত তোমার কিছু পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছি না, দুনিয়ায় যদি কেউ আমার চোখ নিয়ে তোমায় দেখতো, তা'হলে সে কেমন ক'রে তোমায় কুৎসিতা ব'ল্‌তো, তা দেখ্‌তুম। নোয়াজেস তোমার অন্তরের সৌন্দর্য্য দেখে তোমার বাহ্যিক রূপ দেখবার চোখ হারিয়েছে। লোকের চক্ষে তুমি যতই কুৎসিতা হও, এচক্ষে তুমি তার প্রাণময়ী ছবি। (হস্তধারণ)

সেরিণা। (অন্তরাল হইতে) এত কুৎসিতা, অথচ এত ভালবাসা! অসহ্য। [প্রস্থান।

জেরিণা। পরদেশী, পরদেশী! কি ক'র্চ্ছেন আমার মত কুরূপার সংসর্গে সমস্ত জীবনটা বিষময় ক'র্ব্বেন; এ দুঃখ আমি কেমন ক'রে সহ্য ক'র্ব্ব।

(সরবতের গ্লাস লইয়া সাখিয়ার প্রবেশ)

সাখিয়া। তা কেন কর্ত্তে হবে সাজাদী! তোমার এ নিঃস্বার্থ ভালবাসার কি একটুও পুরস্কার নেই? এই নাও প্রতিষেধক দাওয়াই এখনই খেয়ে ফেল।

(বাঁদীগণের প্রবেশ ও গীত।)

রূপের লাগিয়ে বেসোনাকো ভাল
ভালবেসে সুখ পাবে না পাবে না।
রূপ-মদ-নেশা ছুটে গেলে প্রাণে মিলনেতে সুখ হবে না হবে না॥
যৌবন হেরিয়ে যদি ভালবাসা, সে যে নিমেষের না পুরিবে আশা।
যৌবন ফুরাবে, ভালবাসা যাবে, বাঞ্ছিত ফিরে চাবে না চাবে না॥
ধন বিনিময়ে প্রেমের কামনা, সে ত নহে প্রেম প্রেমের ছলনা,
শুধু প্রাণ বিনিময়ে ভালবাসা বাসি,
ধন দিলে প্রেম মেলেনা মেলেনা॥

নোয়া। এস জেরিণা, আমরা একটু নদীর দিকে যাই।

উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

আরাম বাগান।

(অপরূপ সাজে সজ্জিতা সেরিণার প্রবেশ)

সেরিণা। (আপন অঙ্গ সৌষ্ঠব ও সাজ সজ্জার দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে করিতে) এরূপের নিকট জেরিণার রূপ? যেন সদ্যঃপ্রস্ফুটিত

গোলাপের তুলনায় ঘণ্টাকর্ণ কুসুম! (এমন সুশিক্ষিতের সম্মুখে এক অসভ্য অভব্য মূর্খিনী! যেমন মূর্ত্তিমতী পরী সম্রাজ্ঞীর সমীপে আবিসিনিয়ার জঙ্গলের কাফ্রি রমণী! দুনিয়ায় এমন পুরুষ কে আছে, যে এই শরদিন্দু-নিভাননার রূপ-রজ্জুতে আকৃষ্ট না হয়? যে না হয়, সে মূর্খ অতি মূর্খ। শাখামৃগ যেমন মুক্তাহারের মর্ম্ম জানে না, সেও তদ্রূপ কামিনীর কমনীয় রূপের মাধুর্য্য অনুভব ক'র্ত্তে পারেনা। পরদেশী জেরিণার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে তাকে একটু ভাল বেসেছিল, এখন কুরূপা দেখেও ভালবাসে শুধু পূর্ব্বের নেশায়) আমার এ ভুবন-মোহিনীরূপ দেখ্‌লে পরদেশী কি আর জেরিণার দিকে ফিরে চাইবে? কখনই নয়। সে তা'কে আঘ্রাত কুসুমের ন্যায় পদ-দলিত ক'রে আমার চরণতলে লুটিয়ে প'ড়্‌বে। আমার অনিন্দ্য সুন্দর রূপ দেখে আমি নিজেই মোহিত হ'চ্ছি—পরদেশী ত পুরুষ!

(নোয়াজেসের প্রবেশ ও সেরিণাকে মুগ্ধনেত্রে দর্শন)

নোয়া। অতি সুন্দর!

সেরিণা। এখন বলুন দেখি, কে সুন্দরী? জেরিণা না আমি? এ রূপের তুলনায় জেরিণার রূপ কাফ্রি রমণীর মত নয় কি? বলুন দেখি, এ সৌন্দর্য্য উপভোগ ক'র্ত্তে কি সাধ হয় না? বলুন দেখি, যদি কেউ স্বেচ্ছায় এই রূপের ডালি আপনাকে উপহার দিতে আসে, আর বিনিময়ে একটু ভালবাসা চায়, তা হ'লে আপনি কি করেন?

নোয়া। কি করি! আতঙ্কে দূরে পালিয়ে যাই! সাজাদী রূপ-মূল্যে ভালবাসা কিন্‌তে চাও? এতক্ষণ বিস্ময়-বিমুগ্ধনেত্রে তোমার ঐ ভুবনমোহন রূপ দেখছিলুম—দেখলুম, ও রূপ নয়—জ্বলন্ত অগ্নিশিখা! দূরে থেকে দেখ্‌লে বড় মধুর, বড় তৃপ্তিকর। কাছে যাবার যো নেই। স্পর্শ করা দূরে থাক্, কাছে গেলে উত্তাপে সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে পুড়ে যাবে। আর ঐ রূপের অন্তরালে একটা জিনিষ লুকোনো আছে, তোমরা তাকে বল হৃদয়; আমি দেখ্‌চি, সে হৃদয় নয় বিষমাখা ছুরি! সাজাদী,

তুমি জেরিণার রূপের তুলনা ক'চ্ছো? সে রূপ কখন দেখবার মত দেখোনি তাই নিন্দা ক'চ্ছো। সেরূপ জ্যোৎস্নার মত সুন্দর—মলয়ের মত স্নিগ্ধ! তাতে অগ্নির মত দাহিকা শক্তি নেই। আবার তার অভ্যন্তরের বস্তুটী যে কি সুন্দর, তা তোমায় কি ব'লবো! বেহেস্তে সে সৌন্দর্য্য নেই,—তার উপমা দিতে ভাষার শক্তি নেই,—সে পবিত্র,শান্তিময়, স্বর্গীয়। সাজাদী, গোস্তাকী মার্জ্জনা কর্ব্বেন,—জেনে রাখুন, রূপের ফাঁদে মানুষে পড়ে না, শুধু পশুতে পড়ে।

সেরি। (স্বগত) এত অপমান! এত অবজ্ঞা! সম্রাট-নন্দিনীর অযাচিত প্রেমে এত হেনস্তা! (প্রকাশ্যে) পরদেশী, এখনও বিবেচনা কর, কি ক'চ্ছো বুঝতে পা'চ্ছোনা। এখনও ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে উত্তর দাও।

নোয়া। সাহাজাদী, উত্তরত পেয়েছ—তবে যদি আবার শুন্‌তে চাও, শোনো। গর্ব্বিতা, নারী, আমায় রূপের ফাঁদে ফে'ল্‌তে চেষ্টা ক'রনা, আমি মানুষ। (গমনোদ্যত)

সেরি। অপেক্ষা কর।

নোয়া। প্রয়োজন?

সেরি। তুমি আমার বন্দী—

নোয়া। কি অপরাধে?

সেরি। সম্রাট্‌-নন্দিনী সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দেবে না। দিতে হয় সম্রাটের কাছে দেবে—কে আছিস্‌? (দুইজন খোজার প্রবেশ) বন্দীকর—

(জেরিণার প্রবেশ)

জেরিণা। খবরদার,—সেরিণা এত দিন তুমি আমার যে শত্রুতা ক'রে এসেছ, মনে ক'র্‌লে তোমারই সুখশয্যা হ'তো ঐ কারাগারে। আসুন পরদেশী—(নোয়াজেসের হাত ধরিয়া প্রস্থান)

[অন্যদিক দিয়া খোজাদ্বয়ের প্রস্থান।

(সানিয়ার প্রবেশ)

সেরি। তুই এসেছিস ভালই হয়েছে, তোকেই আমি চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস! আমাদের উদ্দেশ্য কেউ গোপনে অবগত হ'য়েছে।

সানি। দুটো গোবেচারার প্রাণ গেছ্‌লো আর কি?

সেরি। সানি, একে আমি পদাহতা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় মর্ম্মযাতনায় অস্থির, তার উপর তুই ভাষার শ্লীলতা নষ্ট ক'র্‌ছিস? পুনরায় উপায় উদ্ভাবন কর—অন্য উপায় না হয় হত্যা,—যে আমার প্রণয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিনী তার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ—অসহ্য নিতান্ত অসহ্য।

সানি। যদি এতই অসহ্য হয় তাহ'লে গভীর রাত্রে যখন ঘুমুবে বুকে ছুরি বসিয়ে দিলেই হ'বে।

সেরি। কে দেবে?

সানি। এ কাজ বাইরের লোকের দ্বারা হবে না—যদি ভাষার হিড়িকটা একটু বন্ধ ক'রে একটু মুখের ভালবাসা জানাতে পারো—মোবারিক তোমার জন্যে সব কর্ত্তে পারে—আর যদি ধরা পড়ে সেই যাবে।

সেরি। আমার জন্য নিরীহ বেচারার প্রাণ যাবে?

সানি। জ্বালাতনের হাত থেকে ত বাঁচবে—

সেরি। (চিন্তা করিয়া) ঠিক ব'লেছিস্‌, আবশ্যক হয় আত্মরক্ষার জন্য তাকে ধরিয়ে দিতে হবে। একটু প্রেমের অভিনয় প্রয়োজন, কেমন?

সানি। হ্যাঁ, তা'হলে তাকে ডেকে আনি। আর যেতে হ'লনা, ঐ যে তোমার প্রেমিক নাগর এইদিকেই আ'সছেন। আমি চল্লুম, তোমাদের প্রেমের পথে আর বাধা হয়ে দাঁড়াবোনা। [প্রস্থান।

সাথি। (নেপথ্যে) বেশ ষড়যন্ত্র চ'লেছে দেখছি যে—ভাগ্যে এই-দিকে এসেছিলুম—খোদা, তোমার অশেষ করুণা! আর একটু থাকি।

(লুক্কাইত হওন)

(সখুন মার এ আস্তিন্ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে করিতে মোবারিকের প্রবেশ)

মোবা। সাজাদী, এইবার গাদা গাদা সাধুভাষা নাও—সেদিন সেটার উচ্চারণ ভুল হ'য়েছিল—তাও ঠিক ক'রে নিয়েছি। আর একটা নূতন শিখেছি। মার্জ্জিত ভাষার দেশের একজন লোক পেয়েছি, সে আমায় রোজ রোজ শেখাবে ব'লেছে, গাদা গাদা শিখ্‌বো—

সেরি। (স্বগত) অপদার্থ (প্রকাশ্যে) কি শিখেছ প্রিয়তম ?

মোবা। (স্বগত) বেঁচে থাকো দোস্ত—তবু এখনও বলিনি—শুন্‌বে বিবি, শুন্‌বে—কি শিখেছি শুন্‌বে ?

সেরিণা। বল প্রিয়তম, আমি শোনবার জন্য অতীব উৎকণ্ঠিতা।

মোবা। আবার উৎকণ্ঠা হ'চ্চে। বেঁচে থাকো দোস্ত বেঁচে থাকো। ব'লবো ? না আর একটু দম দেবো ? আগে পুরোনটা বলি ; না দুটোই বলি (প্রকাশ্যে) শোন :বিবি এই জরে—বক্—তারে নজুম্—অর্থাৎ: তেরে কেটে গদী ঘিনা ধা।

সেরিণা। (স্বগত) অকাল কুষ্মাণ্ড ! (প্রকাশ্যে) আহা কর্ণে যেন মধুবৃষ্টি হ'ল।

মোবা। (স্বগত) বেঁচে থাকো বন্ধু ! (প্রকাশ্যে) এতো পুরোনো, নূতনটা শুন্‌লে একেবারে মধুর দরিয়ায় নাকানি চোবানি ! শোন বিবি সখুন-মার-এ-আস্তিন্ অর্থাৎ তাক্ থুন্না তাক্ কেমন ?

সেরি। (স্বগত) জাহান্নমে যাও। (প্রকাশ্যে) সত্যই তাই প্রিয়তম ; আর শিখেছ ?

মোবা। আর শিখিনি বটে, তবে গাদা গাদা:শিখ্‌বো, সেকি এদেশের মানুষ ! (স্বগত) সেদিন যদি পান্‌সীখানা না ডুব্‌তো, আর বিবি যদি থ'াক্‌তো, তা হ'লে ত সেই দিনই পোয়াবারো হ'ত।

সেরি। আচ্ছা মোবারিক তুমি আমায় ভালবাসো ?

মোবা। বাসি না? অতি ভয়ঙ্কর ভালবাসি, ম'রতে পারি বিবি, তোমার জন্যে ম'রতে পারি

সেরি। সত্য তাই পার?

মোবা। দেখ (কটিদেশ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া নিজ বক্ষে মারিতে উদ্যত, সেরিণার বাধা দেওন)

সেরি। থাক্ বুঝেছি।

মোবা। দাঁড়াও বিবি, তোমার পায়ের তলায় একবার গড়াগড়ি দিই।

সেরি। ছি! প্রিয়তম, ওকি ক'র্ত্তে আছে! তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব মোবারিক—

মোবা। অ-মেরা কলিজে!

সেরি। (স্বগত) নিতান্ত অসহ্য, কিন্তু কর্ত্তব্য! (প্রকাশ্যে) প্রিয়তম, একটা অনুরোধ রা'খবে?

মোবা। বল।

সেরি। দেখ প্রিয়তম, এরাজ্যের তুমি রাজা, আমি রাণী। পিতার দেহ ভগ্ন, কিন্তু জেরিণা আমাদের ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধেকের অংশীদার। তোমাকে বঞ্চিত ক'রে তাকে অর্দ্ধেক অংশ দিতে হবে, এই চিন্তা আমায় বড় উদ্বিগ্ন ক'রেছে। আমার এ উদ্বেগ দূর ক'র্ত্তে পারো প্রিয়তম।

মোবা। এ আর বেশী কথা কি, তোমার অনুমতি পেলে, আমি আজই তাকে দুনিয়া থেকে সরা'তে পারি।

সেরি। তা যদি পারো প্রিয়তম, তা হ'লে আর কি ব'লবো।

মোবা। আর কিছু ব'লতে হবে না বিবি, আমি আজই শেষ ক'র্ব্বো।

সেরি। তা হ'লে আবার কখন দেখা হবে?

মোবা। কাজ শেষ হ'লে। এখন আসি বিবি। [প্রস্থান।

সেরি। ঠিক হ'য়েছে, এ পার্ব্বে। সানিয়া বড় বুদ্ধিমতী। এই যে

সানিয়া (সানিয়ার প্রবেশ) সানিয়া, তোর বুদ্ধির প্রশংসা না ক'রে থা'কতে পাচ্ছি না।

সানি। রাজী হ'য়েছ ত ?

সেরি। অতি সহজেই, এখন আয়, হাতে অনেক কাজ।

সানি। তুমি চল, গফুরের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আমি এখনি আ'স্‌চি। (সেরিণার প্রস্থান) গোফ্‌রোকে হাত ক'রে নিজের মতলবটা হাঁসিল কর্ত্তে হবে। ধরা পড়ে, ছোঁড়া মর্ব্বে—তখন দেখা যাবে, ঐ যে আ'স্‌ছে। (গফুরের প্রবেশ) প্রিয়তম! প্রিয়তম! এতক্ষণ কোথায় ছিলে ? তোমাকে দেখতে না পেয়ে আমার প্রাণ যে এতক্ষণ কি কচ্ছিল, তা তোমাকে কি ক'রে বোঝাব নিষ্ঠুর। (হস্তধারণ)

গফুর। (স্বগত) তাই তো, এ বলে কি ! দাওয়াইটাত দেখছি আচ্ছা ঝাঁঝালো, শুধু ওকে মনে করে হুজুরের কাণ কামড়ালুম, তাইতেই এতটা গড়াল ! যা'ক বাবা, কাজ ফতে। এখন সহজে ধরা দিচ্ছি না, একটু খেলিয়ে নিই, বেটী আমাকে কম নাকালটা ক'রেছে ?

সানি। প্রিয়তম ! প্রিয়তম !

গফুর। (মুখ ফিরাইয়া) এখন ঠ্যালা বোঝ, এ্যাদ্দিন খোসামোদ করিয়েছ—এখন খোসামোদ কর।

সানি। গফুর প্রিয়তম ! আর নিষ্ঠুর হ'য়োনা।

গফুর। এ্যাদ্দিন যে নাকের জলে চোখের জলে ক'রেছ চাঁদ।

সানি। প্রিয়তম ! তুমি যে ব'ল্‌তে, তুমি আমায় ভালবাসো।

গফুর। তা'ত বাস্‌তুম্ এখনও বাসি—কিন্তু তুমি কি আমায় কম যন্ত্রণাটা দিয়েছ !

সানি। সে সব কথা ভুলে যাও প্রিয়তম, আমায় মার্জ্জনা কর।

গফুর। যাক্, এর উপর আর কথা চলে না। বিবি সাহেব, এখন আপোষে সব মিট্‌মাট্। এখন একখানা গান শোনাও—

সানি। তোমায় গান শোনাবো না? আমি শোনাবো, বাঁদীদের ডেকে শোনাবো—

সানিয়ার গীত।

তোমায় শোনাবো বঁধু গান।
তুমি এক কামড়ে মজায়েছ কেড়ে নিয়ে মন প্রাণ।
ধরিব খাম্বাজ ঝিঁঝিঁট রাগিণী, মুখ ব্যাদানিব যেমন বাঘিনী,
তিনের আড়িতে কাঁপাবো মেদিনী হানিব নয়ন বাণ।

গফুর। মেরেছো বিবি মেরেছো—একেবারে দফা সেরেছ।

সানি। এখনি হয়েছে কি প্রিয়তম—এখনও বাঁদীদের গান বাকী। আচ্ছা প্রিয়তম, বাঁদীদের গান শোনবার আগে একটা অনুরোধ কর্ত্তে পারি কি?

গফুর। অনুরোধ ব'ল্‌চো কি বিবি, আদেশ বল—আর একটা কেন দুশো আদেশ কর—গোলাম হাজির।

সানি। ছি ও কথা ব'ল্‌তে নেই—প্রিয়তম, তোমার মত রত্ন লাভ বোধ হয় আমার নসীবে সইবে না—

গফুর। কেন বিবি, কেন?

সানি। আগে আমি তোমায় চাইতুমনা বটে, সাথি চাইতো—এখনও চায়—সে গুণ জানে, এখন যদি সে তোমায় গুণ ক'রে তোমায় বশ করে, আমি জানে মারা যাবো।

গফুর। আমি ত তা'কে চাই না।

সানি। গুণ ক'র্‌লেই চাইতে হবে, এই আমার হাল দেখেই বোঝনা; আগে কি আমি তোমায় চাইতুম?

গফুর। তা বটে, তাহ'লে কি ক'র্ত্তে বল?

সানি। শত্রুর শেষ করাই ভাল, নইলে আমি তোমায় পেয়ে হারা'তে পা'র্ব্বোনা।

গফুর। বেশ কথা, আজই নাও, কাল সকালে শুনবে সাথি দুনিয়া থেকে স'রেছে।

সাথি। (অন্তরাল হইতে) খোদার রাজত্বে মানুষ যা মনে করে, সব সময় তা হয় না। [প্রস্থান।

সানি। বড় বাধিত হলুম প্রিয়তম, আজ তোমায় পেয়ে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, তা আর এক মুখে ব'লে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে। ওরে বাঁদীরে আজ আনন্দের দিনে তোরা কোথায়? আয়, নাচ গা—আমোদ কর।

(বাঁদীগণের প্রবেশ ও গীত)

ছুটা হ্যায় দিল হামারা তেরে পিছে পিয়ারা।
মেরে পিয়ারা হাঁরে পিয়ারা।
চাদিনী রাতিয়া ইয়া উজলা ভরা,
সওয়ায় তেরে সবহি অাঁধেরা,
কলিজাকি রোশনী তুহি হো দিল পিয়ারা,
মেরে পিয়ারা হাঁরে পিয়ারা।
খামুশ রহনা এ বড়া মুস্কিল, ঘড়ি ঘড়ি ঘড়ি ধড়ক্‌তা দিল;
গোরে ধরি, না মার কাটারি, টুটাও না দিল হামারা;—
মেরে পিয়ারা হাঁরে পিয়ারা।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কক্ষ।

জেরিণা নিদ্রিতা।

জেরিনা। (নিদ্রাভঙ্গে) পরদেশী পরদেশী, কৈ কেউত নেই, তবে কি স্বপ্ন! আজ আমার প্রাণটা এমন কচ্চে কেন? গাটা যেন কি একটা আশঙ্কায় ছম্‌ ছম্‌ ক'র্চ্ছে (সাথিয়ার প্রবেশ) সাথি, তুই এ সময়?

সাথি। আমি সন্ধ্যা থেকে তোমায় খুঁজচি, জোর নসীব, তাই সময় এখানে দেখতে পেলুম, সাজাদী পালিয়ে এসো—

সেরি। কেন?

সাথি। ষড়যন্ত্র, তোমাকে আমাকে হত্যা ক'র্ব্বার ষড়যন্ত্র!

জেরি। কি ব'ল্‌ছিস্‌?

সাথি। ব'ল্‌ছি ঠিক। দেরী ক'রনা, আমার সঙ্গে এসো; এখনি হাতে হাতে দেখতে পাবে—

জেরি। বুঝি সেরিণার ষড়যন্ত্র!

সাথি। হ্যাঁ, চলে এসো—

জেরি। কিন্তু তোকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্য?

সাথি। উদ্দেশ্য আছে, এখন চ'লে এস, সময়ে ব'ল্‌বো—

জেরি। না সাথি, অসম্ভব—

সাথি। সেদিন হাওয়া খেতে যেতে দিইনি, গেলে কি হ'তো এখন বুঝ্‌তে পা'রছ তো?

জেরি। তাও কি সম্ভব?

সাথি। সম্ভব অসম্ভব এখনই হাতে হাতে দেখ্‌তে পাবে; এসো —চ'লে এসো—

জেরি। আমি সেরিণাকে মুখে শাসিয়ে ছিলুম বটে, কিছু করিনি; সে কচ্ছে কেন?

সাথি। তুমি যা চেয়েছিলে তা পেয়েছ বা পাবে, কিন্তু তার তা পাবার আশাটুকুও নেই। সে জন্যে যা কিছু কর্ব্বার আবশ্যক তা তোমার নেই,—তার আছে।

জেরি। বটে—

সাথি। এসো,—চ'লে এসো— [উভয়ের প্রস্থান।

(কিয়ৎক্ষণ পরে জেরিণার পোষাকে সজ্জিত একটী প্রতিমূর্ত্তি লইয়া সাথিয়ার পুনঃ প্রবেশ।)

সাথি। জেরিণা বিবিকে একটা হাতে হাতে প্রমাণ না দিলে সে

কখনও বিশ্বাস কর্ব্বে না। মোবারিক বা গফুরের মত দুজন কাণ্ডজ্ঞান শূন্য উন্মাদের চক্ষে ধুলো দিতে বেশী মেহনত কর্ত্তে হবে না। একটা নিজের বিছানায় রেখে এসেছি, আর একটা সাজাদীর বিছানায় শুইয়ে রাখি। (প্রতিমূর্ত্তি পালঙ্কে রাখিয়া) এখন এই পাশের ঘরে গিয়ে সাজাদীর কাছে ব'সে, মৃত্যুর আশাপথ চেয়ে থাকি। [প্রস্থান।

(ধীরে ধীরে মোবারিকের প্রবেশ)

মোবা। ঘোর অন্ধকার! গাটা কেমন ছম্ ছম্ ক'র্ছে। যা কর্ত্তে এসেছি নেহাত সোজা কাজ নয়, আর ওদিকে ভাব্তে গেলে সম্রাট্-নন্দিনী সেরিণাকে লাভ করাও নেহাত সোজা নয়। মার্জ্জিত ভাষাও শেখা চাই—আবার এই রকম এক আধটা কাজও করা চাই। পা দুটো আবার এই সময় কাঁপ্তে সুরু ক'র্লে। যা থাকে নসীবে এগুই। বেশ ঘুমুচ্ছে, এই সুযোগে দিই বসিয়ে, দোব? দূরছাই, হাতটা আবার কাঁপ্ছে, দিই ব'সিয়ে—(প্রতিমূর্ত্তির বক্ষে ছুরিকাঘাত) আর ওদিকে তাকাবো না ছুরি খানা থাক্, তুল্বো না, রক্তে দরিয়া হ'য়ে যাবে, পালাই— [প্রস্থান।

(ধীরে ধীরে সেরিণার প্রবেশ)

সেরিণা। এইত জেরিণার কক্ষ। যেন মৃতের মত নিস্তব্ধ। ঐ না জেরিণা শু'য়ে, বক্ষে আমূল বিদ্ধ ছুরিকা! হা—হা—হা এই বার প্রতিদ্বন্দ্বিনী! পরদেশী কার?

(জেরিণার প্রবেশ)

জেরিণা। পরদেশী আমার—

সেরিণা। সয়তানী সয়তাণী! সানিয়া সানিয়া [বে৻ প্রস্থান।

(সাখিয়ার প্রবেশ)

সাখিয়া। কি সাজাদী এখন বিশ্বাস হ'ল?

জেরিণা। সাখিয়া, তোর ঋণ কখনও শুধ্তে পার্ব্বো না।

সাথিয়া। তোমার মরণটা তো দেখ্‌লে এখন আমার মরণটা দেখ্‌বে এসো। [উভয়ের প্রস্থান।

(ধীরে ধীরে সানিয়ার প্রবেশ)

সানিয়া। এই যে মোবারিক দিব্বি ছুরিখানা জেরিণা বিবির বুকে আমূল ব'সিয়ে দিয়ে চ'লে গেছে, গফুরো এখনো ফির্‌লো না কেন ?

(প্রতি মূর্ত্তির কাটা মুণ্ড লইয়া গফুরের প্রবেশ)

গফুর। এই যে বিবি, তুমি এতদূর এসেছ—এই দেখ কাজ শেষ ক'রে এসেছি।

সানিয়া। তুই আমায় সত্তি ভালবাসিস্ গফুর, দেখি মুণ্ডটা ?

(সাথিয়ার প্রবেশ)

সাথিয়া। আর দেখ্‌তে হ'বে না ও আমারই মুণ্ড—(কাটা মুণ্ড লইয়া) সাজাদী দেখ্‌বে এসো, আমার কাটা মুণ্ড দেখ্‌বে এসো।

সানি। এঁ্যা একি! অন্ধ কি করেছিস্—এ যে মাটী!

গফুর। এঁ্যা সেকি বিবি, তাহ'লে যে সব মাটী ? [সকলের প্রস্থান।

বাঁদীগণের প্রবেশ ও

গীত।

সব মাটী সব মাটী।
দেখ হ'ল কেমন সব মাটী॥
জ্ঞান যতই বোন ঘামিয়ে মাথা খাটবে না চালাকিটী॥
আশায় বোনা জাল, জাল করলে নাজে হাল,
আপন জালে জড়িয়ে হ'ল যেন গুটী পোকাটী॥
করতে গিয়ে এক, হ'য়ে গেল আর,
ওলট পালট এমনি ধাঁধা ব্যাপার দুনিয়ার,
যে বুঝতে জানে বুঝে দেখে খোদার নাড়া কলকাটী॥



তৃতীয় অঙ্ক

——:*:——

প্রথম দৃশ্য।

শান্তি-নিকেতন।

নোয়াজেস ও জেরিণা।

(বাঁদীগণের প্রবেশ ও গীত)

সুন্দর ধরণী সুন্দর তটিনী, সুন্দর মলয়বায়।
সুন্দর কমলে সুন্দর হাসি, সুন্দর বিহগ গায়॥
সুন্দর কপোত কপোতী পাশে, মুখোমুখী চেয়ে প্রেম আবেশে,
চিত্রিত প্রজাপতি, মধুর মরাল-গতি সুন্দরী চলে সুন্দর গায়।
সুন্দরী দামিনী সুন্দর জলদদলে, শিখি শিখিনী নাচে সুখে তালে তালে,
সুন্দরে সুন্দরে মিলন সুন্দর কেনা বল সুন্দর চায়॥

নোয়া। জেরিণা, তোমারি এ শান্তি-নিকেতন সত্যই ঐ নামের যোগ্য। তুমি জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের তিল তিল করে নিয়ে এই শান্তি-নিকেতন নির্ম্মাণ করেছো। প্রকৃতিও তোমার কাছে হার মেনেছে।

জেরি। এত সুন্দর শুধু তুমি আছ বলে, প্রতি পুষ্প হ'তে ভ্রমর গুঞ্জন, তরু শাখায় পাখীর কুজন, তোমার আদর-মাখা প্রেমপূর্ণ সম্ভাষণের

প্রতিধ্বনি এনে দিচ্ছে। তাই এই শান্তি-নিকেতন এত মধুর এত তৃপ্তিকর, এত শান্তিময় হয়েছে।

নোয়া। তোমরা নারী জাতি, ছোটকে এত বড় কর্ত্তে পারো, তবে পুরুষকে বাধ্য হয়ে হার মানতেই হবে, কেননা যার সৌন্দর্য্যের কাছে সৌন্দর্য্যের রাণী প্রকৃতি সুন্দরী লজ্জায় ম্রিয়মাণা, সে যদি জোর ক'রে আর এক জনকে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তে চায়, তবে ব্যাকরণ মতে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার এসে দাঁড়ায়।

জেরি। আপনার ব্যাকরণে ত খুব ব্যুৎপত্তি দেখছি।

নোয়া। হবে না? যাঁর ভগ্নী ব্যাকরণ সঙ্গত কথা ভিন্ন অন্য কথা কইতেই জানে না, তাঁর কাছ থেকে যদি ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি না হবে ত হবে কোথায়?

জেরি। তর্কবাগীশকে তর্কে হারানো আমার কর্ম্ম নয়। এখন ওসব কথা ছেড়ে দাও—আচ্ছা ফয়নাশার কি আজও ভয় গেল না? বেশ লক্ষ্য করে দেখেছি, ও সাথীকে আর ততটা ভয় করে না। তবে অন্য লোককে দেখ্‌লে ভয়ে তেম্নি কাঁপতে থাকে।

নোয়া। সাথীকে যে ভয় করে না, তার বোধ হয় একটু মানে আছে।

জেরি। আমারও তাই মনে হয়—একটু মানে আছে। ফয়নাশাকে আমার বেশ ভাল লাগে, সে যেমন ভীতু আবার তেমনি সরল! ঐ দেখ্‌না আসচে যেন কত সশঙ্কিত।

(ফয়নাশার প্রবেশ)

নোয়া। কি রে ফয়নাশা—এদিক ওদিক কি দেখ্‌ছিস্?

ফয়। যে রাজ্যেতে এসেছেন হুজুর, এখানে আর নিশ্চিন্ত হয়ে পথ চলবার যোটী নেই। সমস্ত দিন আড়ালে একরকম থাকি ভাল, সন্ধ্যার ঝোঁকে একটু বেরুই—অম্নি পড়বিত পড় তারই সামনে?

নোয়া। কার সামনেরে ?

ফয়। যাকে সব চেয়ে বেশী ভয় করি।

নোয়া। সব চেয়ে বেশী ভয় করিস্ কাকে ফয়নাশা ?

ফয়। ঐ সানি মামদীকে, বাপ, বেটীর চেহারাখানা দেখ্‌লেই আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া।

জেরি। আর সাথীকে বুঝি মোটেই ভয় করিস্‌নে।

ফয়। ভয় আবার করিনে, করি তবে অতটা নয়।

জেরি। কেন ?

ফয়। বেটী কসম খেয়ে বলেছে, যে সে আমার উপর মেহেরবাণী করে অহিংসা ব্রত নিয়েছে।

জেরি। হঠাৎ তোর উপর তার এতটা মেহেরবাণী কিসে হল।

ফয়। বোধ হয় আমার দুঃখ দেখে। এমামদো গুষ্টীর মধ্যে দেখ্‌ছি ঐ বেটীর মনটা একটু সরল।

জেরি। তা হলে তার দিকে তোর একটু—

ফয়। (বাধাদিয়া) হুজুর আমি এখন চল্লুম, একটু সাবধানে থাকবেন। ঐ সানি মামদী তার মনিবের সঙ্গে ফুস ফুস করে কি বলছিল—আমায় দেখে থেমে গেল—তাদের মুখ দেখে মনে হ'ল আবার কোন নূতন মতলব আঁটছে। [ফয়নাশার প্রস্থান।

জেরি। আবার নূতন মতলব! না আর সহ্য কর্ব্বো না, এত দিন তোমার অনুরোধে কিছু করিনি। কাল প্রাতেই আমি সম্রাটের কাছে আবেদন কর্ব্বো, বল এবার আর আপত্তি কর্ব্বে না।

নোয়া। কোন আপত্তি নেই। সত্য জেরিণা, মানুষে আর কত সইতে পারে ? পাঁচবার বিপদে ফেলবার চেষ্টা কর্ত্তে কর্ত্তে একবার সত্যই বিপদে ফেলবে। তুমি সম্রাটকে নিজের অভিপ্রায় জানাও ; ভগ্নীর নামে অভিযোগ ক'রে তাকে বিপদে ফেলো না।

জেরি। (স্বগত) তুমি এত মহৎ? (প্রকাশ্যে) বেশ যা বলছো তাই কর্ব্বো।

নোয়া। বেশ! এখন ভাবী কর্ত্তব্য ভবিষ্যতের কোলে গচ্ছিত রেখে বর্ত্তমানের সদ্ব্যবহার কর,—তোমার বীণাবিনিন্দিত মধুর কণ্ঠে একখানি গান শোনাও।

জেরি। শুন্‌লে যখন তুমি সুখী হও, তখন আর আমার শোনাতে আপত্তি কি?

গীত।

ওগো জীবন মরণ সাথি।
তোমারই কারণ হৃদয়-আসন দেখ হে রেখেছি পাতি॥
মম হৃদয়-গগন-রবি ওগো বাঞ্ছিত,
মম পূর্ণ-প্রেম-বারিধি দেখ তোমা তরে সখা সঞ্চিত,—
কর রঞ্জিত নব আলোকে, মাতাও হর্ষ পুলকে—
(ওগো) ছড়ায়ে বিমল ভাতি॥

(অনতি দূরে সোলেমান ও সেরিণার প্রবেশ)

সেরি। ঐ দেখুন পিতা, আমার অনুযোগ সত্য কি মিথ্যা—

নোয়া। জেরিণা—সম্রাট!

জেরি। এঁ্যা—(সোলেমান ও সেরিণা নিকটে আসিলেন)

সোলে। ব্যভিচারিণী, তোর এই কাজ?

জেরি। পিতা!

সোলে। চুপ কর, তোর মুখে এ সম্ভাষণ শুন্‌তে আমার ঘৃণা বোধ হ'চ্চে! কে আছিস? (দুইজন রক্ষীর প্রবেশ) সয়তানটাকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ কর, কাল এর প্রাণদণ্ড হবে, ঘাতক দ্বারা হত্যা করাই সয়তানের দুষ্কৃতির যোগ্যদণ্ড।

জেরি। পিতা, এঁর কোন অপরাধ নেই, অপরাধী আমি। বিনা অপরাধে এঁকে দণ্ড দেবেন না—দণ্ড দিতে হয় আমাকে দিন—

সোলে। চুপ কর সয়তানী! বিচারের ভার সম্রাটের, তোর নয়।

যা নিয়ে যা, আর সেরিণা, তোমার কুলটা ভগ্নীকে হারামের খোজা প্রহরী দিয়ে নজরবন্দী রেখো। [প্রস্থান।

জেরি। খোদা এ কি কল্লে´।

নোয়া। আক্ষেপ ক'রো না জেরিণা, এ মৃত্যু আমার সুখমৃত্যু।

[একদিক দিয়া রক্ষীর সহ নোয়াজেস ও অন্যদিক দিয়া সেরিণা ও
[জেরিণার প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

(বেগে ফয়নাশার প্রবেশ)

ফয়নাশা। ওরে বাবারে—গেছি, বেটী ধরে ফেলেছেরে—কেন এমন বেমৎকায় বেরুলুমরে (পতন)।

(সানিয়ার প্রবেশ।)

সানিয়া। আ'মর মিন্‌সে এখানে প'ড়ে! ফয়নাশা—ফয়নাশা।

ফয়নাশা। (স্বগত) চুপ ক'রে চোখ বুজে পড়ে থাকি বাবা, বেটি হাজার ডাকুক সাড়া দেবোনা, বেটি তাহলেই মনে কর্ব্বে হোঁচট খেয়ে পড়ে ম'রে গেছে।

সানি। ফয়নাশা—ফয়নাশা—আমর সাড়াও নেই শব্দও নেই, মিন্‌সে ম'লো নাকি?

ফয়। (স্বগত) তাই মনে করে স'রে পড় না বাবা—

সানি। (পরীক্ষা করিয়া) নিশ্বেস ত পড়্‌ছে—এর কি মীর্‌গীর ব্যামো আছে নাকি? কিন্তু মীর্‌গীতে ত হাত পা ছোড়ে—প্রথমটা চুপ ক'রে প'ড়ে থাকে বটে কিন্তু—(ফয়নাশা হাত পা ছুড়িতে লাগিল) ও মা

হাত পাও ছুড়্‌চে যে—তাহ’লেত এ নিশ্চয়ই মীর্‌গী! আহা বেচারা এম্নি ক’রে ম’রে যাবে—একটু জল এনে মুখে চোখে দিই। [প্রস্থান।

ফয়। (উঠিয়া) বাপ্‌, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। হুজুরের সম্বন্ধে একটা দুঃসংবাদ শুনে, কথাটা সত্তি কি না সন্ধান নিতে এলুম, মাঝে থেকে এই বিপদ! কিন্তু সন্ধানটা নিতেই হবে, যতটা পার্‌বো গা ঢাকা হ’য়ে চেষ্টা কর্ব্বো। [প্রস্থান।

(জল লইয়া সানিয়ার প্রবেশ)

সানি। ও মা! মিন্‌সের ভিট্‌কিলেমী—দেখ দিকি, চোখে ধুলো দিয়ে স’রেছে। একেই ত বলি রসিকতা—আর এই জন্যেই ত আমি ওকে চাই।

(সাখিয়ার প্রবেশ)

সাখিয়া। আর এই জন্যেই তোমার মুখে দেবো ছাই।

সানি। কি তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা! আমার সঙ্গে লাগ্‌তে এসেছিস্‌?

সাখিয়া। কেন লাগ্‌বো না? তোর ভয়ে নাকি? তোর মনিবও একটিকে পেটে পুরেছেন। এটীকেও তোর আস্ত গেল্‌বার ইচ্ছে না কি? সেটি হচ্ছে না—তোর চোখরাঙ্গানী কোন ছার, আমি বাদ্‌সাকেও ভয় করিনে—তুসয়তানীতে মিলে সাজাদীর এতবড় সর্ব্বনাশটা করেছিস্‌ বলে, মনে করিসনে সাখির কোন যোগ্যতা নেই; দেখিস, যে আগুন জ্বেলেছিস্‌ সেই আগুনে তোদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে জাহান্নামে দোব।

সানি। ছোট মুখে বড় কথা শুনে হাসি পায়।
বেঙে লাথি মারে যেন সাপের মাথায়।

হা-হা—হা—হা—হাসালি সাখি হাসালি। যার যত শক্তি, যার যত বিদ্যে বুদ্ধি তা এক আঁচড়েই বোঝা গেছে। বলি এতই যদি যোগ্যতা ত মনিবকে আর মনিবের সেই তিনিটিকে বাঁচা।

সাখি। সে জন্যে তোর মাথাব্যথা কেন? আমার যোগ্যতা থাকে আমি বাঁচাবো, তোরা তো তোদের কাজ করেছিস্।

সানি। বলি গুমোর ত ভেঙ্গেছে।

গীত।

সানি। বড় মট্ মটাচ্ছিলি যে, গুমোরে মট্ মটাচ্ছিলি যে।
এখন ভাঙ্গলো গুমোর দেখ্‌লি চেয়ে গুগ্‌লি চোখ দিয়ে॥

সাখি। আমার গুমোর তুই ভাঙ্গবি? মিছে ডবডবানী তোর।
হাতের পাঁচটী কেড়ে নিয়ে ক'রবো বাজী ভোর,
থোতা মুখ হলে ভোতা মর্‌বি তখন আপ্‌শাষে॥

সানি। মুখের কথায় ছকা পঞ্জা হয় না খেলার বাজীতে।
তোর গোমড়া মুখে ঝাড় মারি ধিক্ তোর কার্‌সাজীতে॥

সাখি। চাল্‌তা গালীর রূপের বড়াই ক্ষান্ত দাও গো রূপসী,
চোখ আছে যার বলবে দেখে, মানুষ কি মামদোর মাসী॥

সানি। দেখনা তবে ঝাড়ুর বহর চুলোমুখী চোখ চেয়ে।
সাখি। এই ঝাড়ুর বহর সামলা না দেখি তুই কেমন মেয়ে॥

(ফয়নাশার প্রবেশ)

ফয়। লেগেযা—লেগেযা মাম্‌দো বংশ এমনি করেই নিব্বংশ হোক। আমাদেরও হাড়ে একটু বাতাস লাগুক। যাই এখন হুজুরের কি দশা হোল দেখিগে। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কারাকক্ষ।

নোয়াজেস।

নোয়া। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, পারস্যসম্রাটপুত্র সাজাদা নোয়াজেস্ মহম্মদ আজ এক ঘৃণ্য অভিযোগে অভিযুক্ত হ'য়ে কারাগারে বন্দী।

কাল ঘাতকের হস্তে তার জঘন্যভাবে মৃত্যু! কি সুন্দর পরিণাম! এর জন্য আর চিন্তা কেন? নিজের জন্য কোন্ চিন্তা নেই, শুধু এক-জনের ভাবনা ভাবতে প্রাণ বড় অস্থির হ'য়ে উঠছে। সে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল, আর আমি তার কিছু কর্ত্তে পাল্লুম না! এ সময় যদি তার একটা উপকার কর্ত্তে পার্ত্তুম! জানি না আমার জন্য আজ তার কি নির্য্যাতন হচ্ছে। না, অসহ্য নিতান্ত অসহ্য।

(ধীরে ধীরে সেরিণার প্রবেশ)

একিঃ! এযে রমণী! এ গভীর নিশীথে কে তুমি রমণী?

সেরিণা। আমায় কি আবার নূতন করে পরিচয় দিতে হবে পরদেশী?

নোয়া। কে সাজাদী তুমি? এখনও কি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়নি? আবার কি অভিলাষে এসেছ সাজাদী?

সেরি। পরদেশী, আমি তোমার অনিষ্ট চেষ্টায় আসিনি—

নোয়া। তা জানি সাজাদী, বিনা দোষে ঘৃণ্য অভিযোগে অভিযুক্ত করা যদি ইষ্টসাধন হয়, শুধু অভিযোগ কেন, মিথ্যা অভিযোগের ফলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করান যদি মঙ্গল কামনা হয়, তাহলে সত্যই সাজাদী তুমি আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী। ফিরে যাও সাজাদী, তোমার হিত ইচ্ছা একেবারে চরম সীমায় উঠেছে,—আর প্রয়োজন নেই।

সেরি। সত্য পরদেশী আমায় বিশ্বাস কর—

নোয়া। বরং কালফণীকে বিশ্বাস করা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু তোমার মত প্রতিহিংসা-পরায়ণা নারী বিষধরী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী, আর বিরক্ত ক'রোনা যাও।

সেরি। পরদেশী, এখনো অনুধাবন ক'রে দেখো, আমি ইচ্ছা কল্লে তোমায় মুক্তি দিতে পারি।

নোয়া। আমার আর সে ইচ্ছা নেই সাজাদী। যদি একান্তই

উপকার ক'র্ব্বার সখ হয়ে থাকে, নিজের ভগ্নীকে অপমানের হাত থেকে মুক্ত কর!

সেরি। তুমি মুক্তি চাওনা?

নোয়া। তোমার কাছে!

সেরি। তাতে দোষ কি?

নোয়া। যে বারাঙ্গনার মত রূপ মূল্যে ভালবাসা কিন্‌তে চায়, তার কা'ছে মুক্তিলাভ কর্ত্তে গেলে একটা কিছু বিনিময় দিতে হয়।

সেরি। তা যদি না দিতে হয়?

নোয়া। তবুও নয়।

সেরি। তুমি কি প্রাণের মমতা কর না?

নোয়া। না।

সেরি। পরদেশী, পরদেশী, আমায় রক্ষা কর, দেখ আজ চির উন্নত শির নত ক'রে তোমার সমীপে নতজানু হয়ে যাচ্ঞা কচ্ছি-একবার করুণা নয়নে চাও পরদেশী!

নোয়া। সয়তানী আমার সম্মুখ হতে স'রে যাও, তোমার আগমনে এ জঘন্য কারাগৃহও কলুষিত হয়।

সেরি। এত স্পর্দ্ধা তবে মর।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অলিন্দ।

(ফয়নাশার প্রবেশ)

ফয়নাশা। সানি আর সাথি দুবেটীতে লেগেছে বেশ। লাগুক্ এততেও ত মাম্‌দোর গুষ্টী হাল্কা হচ্ছে না। দু'টোতে এবার আমায়

যে রকম টানাটানি আরম্ভ করেছে—তাতে পৈত্রিক প্রাণটা প্রায় কণ্ঠাগত হ'য়ে পড়েছে। একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে, একবার সেই মাম্‌দো চাচাকে পেলে হয়, তা'হলেই ওরা ওদিকে লাগ্‌বে—আমি সেই অবকাশে একবার হুজুরের উদ্ধারের চেষ্টা দেখ্‌বো। এক একবার মনে হচ্ছে মরিয়া হই,—তা মনে হ'লে কি হ'বে—চোখ দুটো যে মূর্ত্তি দেখে মাথাটাকে গুলিয়ে দেয়। হা নসীব, যদি একটু সাহস থাক্‌তো। এই যে সেই গুণধর—এস দোস্ত এসো।

(গফুরের প্রবেশ)

গফুর। যাও দোস্ত আমার ঘেন্না ধরে গেছে।

ফয়। ঘেন্নাই যদি ধর্‌লো, তবে আবার এদিক মাড়াচ্চ কেন ?

গফুর। তাকি জান, একটা দরকারী কাজে এই দিকে যাচ্ছিলুম, ভাবলুম, তোমার সঙ্গে অনেক দিন দেখা শুনো হয়নি—

ফয়। আর তোমার সঙ্গে কেন, তার সঙ্গেই বলনা বন্ধু। আমরা মার্জ্জিত ভাষার দেশের লোক, এসব ব্যাপার গুলো এক আঁচরেই ধর্ত্তে পারি।

গফুর। তা'হলে তুমি ঠিক ধরেছ—কিন্তু বন্ধু আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি, তবে মন বোঝাতে পারিনে, তাই মনে মনে সঙ্কল্প করেছি, মাঝে মাঝে এক একবার এসে তাকে দেখে যাবো, এই আমার সান্ত্বনা।

ফয়। তার চেয়ে এক কাজ কর না বন্ধু—

গফুর। আর কিছু কর্ত্তে—প্রবৃত্তি নেই বন্ধু।

ফয়। আহা কথাটাই শোন না, বেটী যেমন তোমায় এ্যাদ্দিন তার পেছনে পেছনে ঘোরালে, তুমিও দিনকতক বেটীকে তোমার পেছনে পেছনে ঘোরাও—

গফুর। তাতে লাভ ?

ফয়। লোকসানই বা কি ? বেটীকে জব্দ করাও হবে অথচ শোধ

নেওয়াও হবে—আমি হ'লে শোধ না নিয়ে ছাড়তুম না। এত করে বশ ক'র্‌লে তুমি আর একটা কাজ কর্ত্তে পার্লে না বলে অম্নি চটে গেল— এ কি রকম ভদ্রতা! আমিত বলি বেটী ছোটলোক। বেটীকে জব্দ করাই উচিত। তা ছাড়া আর একটা দুঃখের কথা বল্‌বো কি, এমন সোণার চাঁদ দোস্ত আমার, যে দোস্ত প্রাণ দিয়ে বেটীকে ভালবাসে, আমার তেমন দোস্তকে ছেড়ে বেটী আবার আমাকে চায়? আমি অমন বেটীর মুখে গুণে বিশ পয়জার মারি—বন্ধু তুমি বেটীকে জব্দ কর!

গফুর। বল কি দোস্ত এত দূর! দোস্ত আমায় মতলব বলে দাও! আমি বেটীকে নিশ্চয়ই জব্দ কর্ব্বো।

ফয়। কিছুই নয়, খুব সাদা কাজ, এসো তোমাতে আমাতে পোষাক বদল ক'রে ফেলি, তারপর যা কর্ত্তে হবে তোমায় সব শিখিয়ে দেবো, দেখ আস্তানাটীও বদলাতে হবে।

গফুর। কিন্তু এ চেহারাখানা?

ফয়। আঃ ব্যস্ত হচ্ছো কেন, এসোনা সব বন্দোবস্ত কচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সাখিয়ার প্রবেশ)

সাখিয়া। তাইত, ফয়নাশা কোথায় গেল। এ যে দেখ্‌ছি শেষকালে আমায় পাগল করে তুললে। দেখতে দেখতে এ আমি হলুম কি? ভাল-বাসার যে এত কস্নী তা জাস্তুম না। চব্বিশঘণ্টা নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্চে গা?

সাখিয়ার গীত।

আশিক মেরা কাহে সতায়ো করতে হো মুঝে পরেসান্।
কেত্তা জমানা রোয়বো পিটবো জিন্দিগী করু গুজরান্॥
চমকি লা দুনিয়া রোশনিভরা,
নয়নকী রোশ্‌নি বিমু আঁধেরা;
দিল্লিগী দিন্‌কী, টুটানে দিন কো, দিন চুরাণা কাহে মেরী জান॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কারাকক্ষে নোয়াজেস, কক্ষদ্বারে জেরিণা ও ঘাতক।
অনতিদূরে সেরিণা দণ্ডায়মান।

নোয়া। জেরিণা, প্রিয়তমে আর পিতার অবাধ্য হয়োনা, রাজ-দ্রোহিণী হয়োনা, ঘাতককে তার কার্য্য কর্ত্তে দাও।

জেরি। যে পিতা কন্যার মমতা করে না, যে রাজা ন্যায়ের দণ্ড হাতে নিয়ে ন্যায় বিচার করেন না, সে পিতার অবাধ্য হলে পাপ হয় না। সে রাজার আদেশ অমান্য কল্লে রাজদ্রোহিতা করা হয় না। পরদেশী প্রিয়তম, আমায় মার্জ্জনা কর। আমি প্রাণ থাকৃতে দ্বার ত্যাগ কর্ব্বোনা, ঘাতকের সাধ্য থাকে, আগে আমায় বধ করুক, তারপর কারা কক্ষে প্রবেশ করুক।

নোয়া। জেরিণা, আমার জন্য কেন অকারণ প্রাণ দিতে চাচ্ছ, দ্বার পরিত্যাগ কর, আমি অপরাধী, আমার শাস্তি হোক।

জেরি। তুমি অপরাধী! এখন আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি, আবার মরণের পরপারে লোকান্তরে গিয়ে যদি সেখান থেকে বলবার উপায় থাকে, তাহলেও বলবো পরদেশী, অপরাধী তুমি নও—সেরিণা।

সেরি। ঘাতক তোমার কার্য্য কর, রাজদ্রোহিণী যদি স্বেচ্ছায় দ্বার পরিত্যাগ না করে, পদাঘাতে তাকে দূরে নিক্ষেপ কর।

জেরি। সম্রাটনন্দিনী, একটা ছোটলোকের উপর এত বড় একটা শক্ত কাজের ভার দিলে তার সাহসেই কুলোবেনা, সাধ্য থাকে ভারটা নিজেই নাও।

সেরি। অবাধ্য নফর, এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছো, সম্রাটের আদেশ পালন কর—বন্দীকে হত্যা কর।

ঘাতক। সাজাদী দ্বার পরিত্যাগ করুন।

জেরি। খবরদার! এগিওনা।

সেরি। বন্দিনীর স্তব স্তুতি শোনবার প্রয়োজন নেই। তোমার কার্য্য কর। না পারো আমি তোমার নামে অভিযোগ আনবো, তুমি রাজদ্রোহী তোমার শাস্তি মৃত্যু।

ঘাতক। সাজাদী, আমি নতজানু হয়ে প্রার্থনা কচ্ছি। আমায় বল প্রকাশ করাবেন না।

জেরি. নইলে উপায় নেই। ঘাতক! আমায় বধ না ক'রে এক পাও এগুতে পার্ব্বে না।

সেরি। রাজদ্রোহী জল্লাদ –

ঘাতক। চোখ রাঙ্গাবেন না সাজাদী, আমি আপনার চোখরাঙ্গানী ভয় করিনে। আমি রাজার নফর রাজার আদেশ পালন কর্ব্বো, সম্রাটের আদেশ বন্দীকে হত্যা কর্ত্তে, সাজাদীকে নয়। আমি তাঁর দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা কর্ব্বো।

(সোলেমানের প্রবেশ)

সোলে। আর অপেক্ষা কত্তে হবে না ঘাতক, হত্যাকর। আমিই তোমার বাধা সরিয়ে দিচ্ছি। জেরিণা, তোর মৃত্যুর পূর্ব্বে তোর বিরুদ্ধে আরও কিছু অভিযোগ শুনতে হবে কি? হয় দ্বার পরিত্যাগ কর, নয় সোজা হয়ে দাঁড়া।

জেরি। সম্রাট্, আমি সোজা হয়েই দাঁড়িয়েছি।

সোলে। মুখ ফিরিয়ে নে।

জেরি। নিয়েছি সম্রাট্।

সোলে। এই বার তোর জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত, একবার খোদাকে ডেকেনে।

জেরি। (কিয়ৎক্ষণ যোড় হস্তে উর্দ্ধমুখী হইয়া) ডাকা শেষ হয়েছে সম্রাট্!

সোলে। তবে মর—

(কক্ষের গরাদে ভাঙ্গিয়া রক্তাক্ত হস্তে নোয়াজেস বাহির হইয়া বজ্রমুষ্টিতে সম্রাটের উদ্যত তরবারী ধারণ করিলেন।)

নোয়া। বন্দীর একটা প্রার্থনা সম্রাট্, আগে আমায় হত্যা করুন।

সেরি। (স্বগত) কি পবিত্র কি স্বর্গীয় ভালবাসা! দু'জনে মরণের পথে দাঁড়িয়ে, অথচ কেউ কারও মৃত্যু দেখ্‌তে চায় না। রূপ মূল্যে এই ভালবাসা কিন্‌তে গেছলুম! (আমার হৃদয় প্রেমহীন মরু! আমি ভালবাসতে জানিনি, ভালবাসতে পারিনি। শুধু একটা মোহের ঘোরে কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হ'য়ে পাপের মাত্রা বৃদ্ধি করেছি। ছোট হলেও জেরিণা আমার চেয়ে ঢের বড়। আমি প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বো।) (সম্রাটের নিকট নত জানু হইয়া) পিতা, সম্রাট্! এদের মার্জ্জনা করুন, আমি মুক্তকণ্ঠে নিজ-দোষ স্বীকার কচ্ছি। যে অপরাধে আজ এরা অভিযুক্ত, সে অপরাধে অপরাধী আমি। এরা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী—যথার্থ দোষীকে শাস্তি দিন। পারশ্যের সাজাদার প্রতি অবিচার কর্ব্বেন না।

সোলে। একি হেঁয়ালি সেরিণা, তোর কথা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে—পারশ্যের সাজাদা কি?

সেরি। এই দেখুন (পদক প্রদর্শন) যখন নদী-স্রোতে সাজাদা ভেসে আসেন, তখন এই পদক ওর অঙ্গ থেকে আমি হস্তগত করি। (জেরিণার প্রতি) জেরিণা ভগ্নি, তোমার রাক্ষসী ভগ্নীকে মার্জ্জনা কর (নোয়াজেসের প্রতি) পরদেশী, আমি রূপমদে মত্ত হ'য়ে যে পাপ করেছি, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই, আমার মার্জ্জনা চাইবারও সাহস নেই, তুমি কি সয়তানীকে ক্ষমা কর্ব্বে পরদেশী?

সোলে। পারস্য-সম্রাট-পুত্র! আমার বন্ধুপুত্র! কি সর্ব্বনাশ কচ্ছিলুম! কি সর্ব্বনাশ কচ্ছিলুম! নোয়াজেস, বৎস, তোমার পিতৃ-বন্ধু বৃদ্ধকে মার্জ্জনা কর, সেরিণা হতভাগি! কি কচ্ছিলি—কি কচ্ছিলি!

মার্জ্জনা চা মার্জ্জনা চা। সোদর-প্রতিম নোয়াজেসের কাছে মার্জ্জনা চা। নোয়াজেস তুমি রাজদ্রোহী নও, তবে তার চেয়ে আরও গুরুতর অপরাধ করেছ। তোমার সেই গুরুতর অপরাধের আজ উপযুক্ত দণ্ড দেবো; (নোয়াজেস ও জেরিণার হাত ধরিয়া) নোয়াজেস এই তোমার অপরাধের শাস্তি। [প্রস্থান।

সেরিণা। (নতজানু হইয়া) সাজাদা নোয়াজেস, আমায় মার্জ্জনা কর—সব ভুলে যাও।

নোয়া। নোয়াজেস কেন সেরিণা? আমি তোমার পরদেশী ভাই।

সেরি। (মুক্তার হার খুলিয়া) এই নে ঘাতক, তোর তিরস্কারের এই পুরস্কার।

ঘাতক। মা, আর পুরস্কারে কাজ নেই—আমার কাজে ঘেন্না ধরে গেছে।

সেরিণা। নিয়ে যা এ মায়ের আশীর্ব্বাদ।

[ঘাতকের প্রস্থান।

(ফয়নাশাবেশী মুখাবৃত গফুরকে টানিতে টানিতে সানিয়া ও সাথিয়ার প্রবেশ)

সানি। সাজাদী, ও আমায় সাদী কর্ব্বে ব'লে স্বীকার করেছে। সাথি বাধা দিচ্ছে।

সাথি। সাজাদী, ও আমায় সাদী কর্ব্বে বলে স্বীকার করেছে, সানি বাধা দিচ্ছে।

গফুর। সাজাদী, আমি আইবড় থাকবো বলে মনস্থ করেছি।

সেরিণা। তোদের দেখছি আমাদের দশা হয়েছে।

নোয়া। দেখে শিখেছে নৈত নয়—

জেরি। যাক্ ও সব কথা, এখন তোমরা শালিসী থেকে এদের গোলমালটা ত মিটিয়ে দাও।

সেরি। আমি বলি পুরুষের ইচ্ছার উপর বিয়েটা হোক। কি বল পরদেশী?

নোয়া। সেই ভাল।

জেরি। কিন্তু আমাদের সামনে যা হয়ে যাবে, তার উপর আর কেউ কথা কইতে পাবেনা কি বলিস তোরা।

সানি ও সাথি। আমাদের ঐ মত।

গফু। তবে আমি সানিকে বে কর্ব্বো।

জেরি। তাই কর, আচ্ছা তুই যে সাখীকে ভালবাসতিস্?

গফুর। একটু একটু বাসতুম বটে, কিন্তু এখন ওর উপর চটে গেছি—ও পরের হাত ধরে টানাটানি করে।

সানি। (মুখের আবরণ উন্মোচন করিয়া) আ'মর এযে গফ্রো!

গীত।

সানি। বা নসীব বা!

গফুর। যার নসীবে যেমন ছিল মিলে গেছে তা।

সানি। কালো ভালো নয়কো ব'লে খুঁজেছিনু সাদা।
পোড়াকপাল পুড়ে গেল মিললো একটী গাধা।

গফুর। গাধা হলেও প্রাণটী সাদা।
তোমার তরে প্রাণ দিতে তার নাই কোন বাধা।

সানি। তাতো চ'খে দেখেছি, তবু পায়ে ঠেলেছি,

গফুর। এখন সে সব ভুলে পায়ে রেখ হ'য়ে গেছে যা॥

সানি। পায়ে ঠেলা হৃদয়-রতন।
ছাড়বো নাক করব যতন।

কমনাশার প্রবেশ ও

গীত।

কম। বল দোস্ত! মতলবটা দিচ্ছি কেমন বাহবা বা বা!
(কথায়) বল দোস্ত কেমন মতলব দিয়েছি।

(একতারা লইয়া মোবারিকের প্রবেশ)

সেরি। একি মোবারিক, এবেশ কেন? কোথায় চলেছ?

মোবা। আর ভাল লাগছে না ভাই, ফকিরী নিয়ে মক্কা চলেছি—যাবার সময় একবার তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এলুম্।

সেরি। আর তোমার ফকিরীতে কাজ নেই মোবারিক, আমি আমার মত বদ্‌লেছি, তোমার অমূল্য ভালবাসার প্রতিদান দেবো, তোমাকে সাদী কর্ব্বো।

মোবা। সে কি! সত্তি বলছো না আমার সঙ্গে ঠাট্যা কচ্ছো?

সেরি। সত্য বল্‌ছি মোবারিক, আমি তোমার—

মোবা। কিন্তু আমি যে মনস্থ করে বেরিয়েছি।

সেরি। আর মনস্থ কর্ত্তে হবে না মোবারিক, আমায় মার্জ্জনা কর।

মোবা। আর মার্জ্জিত ভাষা মুখস্থ ক'র্‌তে হবে না ত?

সেরি। না মোবারিক, আমার সে সখও মিটেছে, আমার নূতন চক্ষু খুলেছে। বুঝেছি ব্যাকরণে মানুষকে মানুষ করে না,—শুধু হৃদয় মানুষকে মানুষ করে। এখন চল জেরিণা প্রমোদ-উদ্যানে এ মিলন-আনন্দ উপভোগ করিগে। [ফয়নাশা ও সাখিয়া ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সাখিয়া। এমন সাদীর হিড়িকে শুধু আমিই বুঝি আইবুড়ো থাক্‌বো, তা হচ্ছে না, ফয়নাশা আমায় সাদী কর্ত্তে না চায়, আমি জোর করে ওর গলায় মালা দেবো।

ফয়নাশা। ও বাবা এ আবার কি! শেষে গলায় দড়ি! হ্যাঁরে এই বুঝি তোর অহিংসা ব্রত!

সাখিয়ার গীত।

আরে হাঁরে বেইমান।
তবিয়ৎ যব মেরা আগিয়া তুঝপর কাহেকো পাষাণ।
নজ্‌রামে কুর্ব্বাণ কিয়া,
দিল্লীগী মে দিল লিয়া,

ঘড়ি ঘড়ি পল্ পল্ জ্বল্ জ্বল্ মরনা থাকনে মিলায়াজান্
বানায়া যাতে বহুৎ তুম্ মুক্‌কো দিউয়ানা সমঝকর,
সতায়া দুষমন এ্যায়সা ইশক্ মেরা মুস্কুরা সমঝ্‌কর,
শুখায়া শুখ্‌তা নেহি, রোলায়া রোতি রহি,
মজেমে হাসকে রহো আপনা ছিপাকর।
হর ঘড়ি দুখিয়া, ফুকারি সাথিয়া,
বেদরদীকে লিয়ে জান্ হয়রাণ।

ফয়। (মাল্যগ্রহণ করিয়া) না ঃ—মানুষ হয়ে শেষে মামদী বিয়েটা নসীবে ছিল দেখছি। এখন চুল, ভাল করে মস্তকটি চর্ব্বণ করবে চলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

উজ্জ্বল দৃশ্য।

বাঁদীগণের গীত।

আজ মাধবী সহকারে বেড়িল।
গগনে হাসিল শশী, কাননে কুসুম হাসি।
সুগন্ধ সুষমারাশি ছড়ায়ে দিল॥
মধুর পঞ্চম সুরে, পাখী ডাকে শাখা পরে।
ভ্রমর ভ্রমরা সুখে গুঞ্জরিল।
নব বিকসিত কলি, হেরি ধেয়ে এল অলি।
আবেশে বিভোরা ধনী ঢলে পড়িল॥

(যবনিকা)
